নারীদেহের প্রতিষ্ঠ

—— ০O০ ——

কিংস্-হাসপাতালের ভূতপূর্ব্ব রেসিডেণ্ট মেডিক্যাল
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ঢাকা জেলার ভূতপূর্ব্ব ও
ফরিদপুর জেলার বর্ত্তমান স্বাস্থ্য কর্ম্মচারী,

ডাঃ শ্রীঅভয়কুমার সরকার এম, বি ; ডি, পি, এইচ্

প্রণীত।

—এজেণ্ট—

দি ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১৯৯এ, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য ৵০ আনা।

১৩৪১

প্রকাশক—**সরকার এণ্ড সন্স**
কলেজ রোড, ফরিদপুর।

প্রাপ্তিস্থান :—

১। ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১৯৯এ, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

২। দাস গুপ্ত এণ্ড সন্স, ৫৪ নং কলেজ ষ্ট্রাট্, কলিকাতা

৩। নিউ প্রেসিডেন্সি বুক ডিপো
৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রাট্, কলিকাতা।

৪। প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, ঢাকা।

৫। সরকার এণ্ড সন্স, কলেজ রোড, ফরিদপুর।

মুদ্রাকর—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়, বি-এ
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ
১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ পত্র

পরম পিতার কৃপায়

যাহার সান্নিধ্যে—

জীবনব্যাপী নারী চরিত্রের

বৈশিষ্ট্যাবলোকন করিয়া

মাতৃজাতির সেবা কল্পে

এই পুস্তক রচনা করা সম্ভব হইল,

তাঁহার করকমলে এই পুস্তিকা

প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে

অর্পিত হইল।

গ্রন্থকার।

উপহার

এই পুস্তক

....কে

প্রীতি-উপহার স্বরূপ

প্রদত্ত হইল

....

নিবেদন

প্রায় ২০ বৎসর কাল সমাজসেবার কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া এইটুকু বুঝিয়াছি যে সমাজের নিয়ন্ত্রি নারীজাতির শিক্ষা-দীক্ষার উপর দেশের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ নির্ভর করে। কিন্তু বর্ত্তমান প্রগতির দিনে তাহাদিগকে সম্যকভাবে পরিচালিত করিয়া আর্য্যবংশীয়দের আদর্শ রক্ষার তেমন কোন ব্যবস্থাই দেখা যাইতেছে না। সম্প্রতি পাবনা সৎসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের কৃপায় প্রচারিত "নারীর নীতি", "নারীর পথে" নামক পুস্তকে যে সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে এই সকল বিষয়ের কতকটা নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। তথাকার প্রচারিত "সৎ-সঙ্গী" এবং "বিবর্দ্ধন" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় বর্ত্তমানে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা হইতেছে দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। মৎ প্রণীত "নারীজীবন ও প্রসূতি পরিচর্য্যা" নামক পুস্তক

পাঠে শ্রীশ্রীঠাকুর নারী-জাতির কল্যাণ কামনায় পুস্তক লিখিবার জন্য আদেশ করায় আজ 'নারীত্বের প্রতিষ্ঠা' প্রকাশ করা সম্ভব হইল। বাঙ্গলা দেশের কুমারীগণ যদি এই পুস্তক পাঠে তাহাদের চরিত্র গঠনে একটুকুও সাহায্য লাভ করেন, তবেই এই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

এই পুস্তকের বিষয় সূচী বহুল হইলেও কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি। যথাসম্ভব সরল ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা সত্ত্বেও কোন কোন স্থলে ততটা সরল করা সম্ভব হয় নাই। অতএব যদি কোন বিষয় দুর্ব্বোধ্য বিবেচনা হয়, তবে সম্পাদক, মনোসমীক্ষণ সমিতি, ফরিদপুর এই ঠিকানায় পত্র দ্বারা জানাইলে তাহার যথাযথ উত্তর দেওয়া হইবে। কতিপয় অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আজ-কালকার দিনে প্রত্যেক নারীর জানিবার বাসনা থাকিলেও পুস্তকে তাহা প্রকাশ করা সমীচিন বোধ করিলাম না। এজন্য এবারে "নারী-জীবন" নামে পৃথক পুস্তকে তাহা প্রকাশিত হইতেছে।

ঐ পুস্তক সাধারণের নিকট বিক্রয় করা উদ্দেশ্য নয়, তবে বয়স্কা মহিলা, ধাত্রী, বা সমাজ কল্যাণকামীগণ এই পুস্তকের প্রকাশক সরকার এণ্ড সন্স, কলেজ রোড, ফরিদপুর—এই ঠিকানায় পত্র লিখিলেই ঐ পুস্তক প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। এই পুস্তকে জন্ম-শাসন পদ্ধতি সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে এবং প্রত্যেকের অবস্থামত ব্যবস্থার জন্য যাহাতে সুচিকিৎসকের শরণাপন্ন হইয়া উপকৃত হন তাহার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

সমাজ কল্যাণকামী প্রত্যেক নরনারী 'নারীত্বের প্রতিষ্ঠা' তাহাদের সরলমতি বালিকার বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় যথানিয়মে পাঠ করিবার ব্যবস্থা করিলে ঐ বালিকার নিজের, পরিবারের ও প্রতিবাসীর তথা নারীসকলের কুশল করা সম্ভব হইবে—এই আশায় উদ্দীপিত হইয়াই এই পুস্তক প্রকাশ করিয়াছি। এখন দেশবাসী আবালবৃদ্ধের দৃষ্টি আকর্ষিত হইলেই গ্রন্থকার নিজে ধন্য মনে করিবেন। ইতি—

শ্রীপঞ্চমী
১৪।১০।৪২

নিবেদক—
গ্রন্থকার

সূচীপত্র

নারীত্বের প্রতিষ্ঠা

-০O০-

(১)

নারী জীবনের বিশেষত্ব।

মঙ্গলময় ভগবানের সৃষ্টি কৌশলকার্য্যে স্ত্রী ও পুরুষের সমান প্রয়োজন, কারণ স্ত্রীজাতির উপর ভবিষ্যত বংশের মঙ্গলামঙ্গল সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সৃষ্টিরক্ষা ও উন্নতজাতি গঠনের উদ্দেশ্য সফলার্থে মাতৃজাতিকে নিয়মিতভাবে শিক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দুর্ভাগ্য বশতঃ এদেশে এরূপ শিক্ষার বড়ই অভাব। বিষয়টী গুরুতর হইলেও সুশিক্ষার অভাবে এবং কুসংস্কার বশতঃ নিজেদের গুপ্ত ব্যাধিগুলি গোপন রাখিয়া গৃহলক্ষ্মীগণ নিজেদের এবং ভবিষ্যদ্বংশের প্রভূত অমঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা কখনও ঠিক নহে।

সন্তানের মঙ্গলের জন্য প্রতিনিয়ত মাতার স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল থাকে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কি উপায়ে স্বাস্থ্য রক্ষা করা যায়, মাতা তাহা যত্ন পূর্ব্বক শিক্ষা করিবেন। স্বীয় কন্যা প্রাপ্তবয়স্কা হইবার পূর্ব্বেই যাহাতে কন্যা নিজের মঙ্গলামঙ্গল বুঝিতে পারে, এবং তদনুযায়ী স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মগুলি পালন করিতে শিক্ষা করে, তাহার ব্যবস্থা করিবেন। বিধাতার সৃষ্টি-কৌশল সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক সুচিকিৎসকের নিকট অবগত হওয়া যায়, তাহা কোন প্রকার দ্বিধাবোধ না করিয়া সদুপদেশ বিবেচনায় মাতৃজাতির মঙ্গলের জন্য যথাসময়ে নিয়মিত ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে।

শিশুর জীবন মাতার গর্ভে আরম্ভ হয়। গর্ভ-ধারণের পূর্ব্বে, অন্তঃস্বত্বা অবস্থায়, এবং তাহার পরে, শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে, কি উপায়ে প্রকৃতিস্থ ও সুস্থ মানুষরূপে গঠন করিয়া তোলা যায়, তাহা প্রত্যেক মাতার বিশেষ রূপে শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। কারণ মাতার শিক্ষা দীক্ষা এবং সাবধানতার উপরই

ভবিষ্যৎ শিশুর জীবন সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে যতদিন পর্য্যন্ত স্তন্যদুগ্ধ পান করে, ততদিন পর্য্যন্ত, মাতার স্বাস্থ্যের উপর তাহার জীবন সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তৎপর অন্ততঃ পাঁচবৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহার লালন পালনের ভার মাতার উপর ন্যস্ত থাকে। এই সময়ে মাতা শিশুকে যেরূপ ভাবে শিক্ষা দিবেন, শিশুর স্বাস্থ্য ও মানসিক বৃত্তি সেই ভাবেই গঠিত হইবে। যে মাতা তাঁহার কর্ত্তব্য নিয়মিতরূপে পালন করেন না, তাঁহাকে ভবিষ্যতে অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মাতার উপরই শিশুর জীবন সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। আবার সেই শিশুর উপরই বংশের ভবিষ্যৎ গৌরব নির্ভর করে। পুরুষ অপেক্ষা নারীর কর্ত্তব্য যে কত বড়, তাহা এখন অনুভব করুন। মায়ের স্নেহময় বাক্যে শিশু ঘুমাইয়া পড়ে, আবার তাঁহারই আদেশে জগতের মঙ্গলের জন্য ধাবিত হয়। অতএব প্রত্যেক মাতা তাহার জীবনের বিশেষত্ব অনুভব করিয়া ভগবানের বিচিত্রময়

লীলাক্ষেত্রে কর্ত্তব্য বিবেচনার সহিত পালন করিবেন। তবেই সমাজে প্রকৃতভাবে নারীত্বের প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

কন্যা সবল ও সুস্থকায় হইয়া পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্তা না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহাকে বিবাহ দেওয়া উচিত নহে। কারণ মাতৃত্বের কর্ত্তব্য এত কঠিন যে, তাহা সম্পাদন করা দুর্ব্বল শরীরের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। মাতা বালিকা হইলে তাঁহার শিশু ক্বচিৎ দীর্ঘজীবি হইতে দেখা যায়। অধিকন্তু বালিকা-মাতা যক্ষ্মা প্রভৃতি দুঃসাধ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। ঐ মাতা নিজে যাহা আহার করে, তাহাতে তাহার নিজের শরীরের পুষ্টি সাধিত হইলেও পূর্ণ বয়স্কা না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহার গর্ভে সন্তান সম্ভাবনা হইলে, উহার পোষণ করিবার শক্তি সঞ্চিত হয় না। একারণ গর্ভস্থ শিশুর অমঙ্গল ঘটে এবং অনেক ক্ষেত্রে গর্ভস্রাবও হয়। কোন কোন অবস্থায় মাতা হিষ্টিরিয়া এবং একলাম্‌সিয়া প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে জীবন লীলা সম্বরণ করিয়া

থাকে। অপরিণত বয়স্কা মাতার শিশু ভূমিষ্ঠ হইলেও ঐ শিশুর প্রয়োজন মত দুগ্ধ তাঁহার স্তনে সঞ্চিত হয় না। একারণ শিশুকে স্তন্যদান করাইতে রক্তের কতকাংশ বিকৃত দুগ্ধে পরিণত হয়। উহাতে শিশুর পুষ্টি সাধন সম্যকরূপে হয় না, এবং মাতার রক্তের সারাংশ ঐরূপ ভাবে নির্গত হওয়ায়, তাহার সাধারণ রোগ নিবারণ ক্ষমতা (Vitality) হ্রাস পায়। এইজন্য অতি সহজেই যক্ষ্মা, অজীর্ণ (Dyspepsia), সূতিকাসংক্রান্ত উদরাময় এবং আমাশয় প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া থাকে।

শরীরপালনের নিয়ম বিশেষরূপে অবগত না থাকায়, নানা প্রকার অত্যাচারে জরায়ু প্রভৃতি যন্ত্রের বিবিধ প্রকার রোগ প্রকাশ পায়। অতএব প্রত্যেকের শরীরপালন সম্বন্ধে কতকটা ধারণা থাকা দরকার। মনু প্রভৃতি পৌরাণিক মনীষিগণের শাস্ত্রপাঠ করিলে আমরা এই সব সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিতে পারি। মনুসংহিতা নামক পুস্তকপাঠে সৃষ্টিতত্ত্ব ও তাহার বিশেষত্ব

এবং রক্ষণপ্রণালী সম্বন্ধে যে সমস্ত বিষয় অবগত হওয়া যায়, তাহা হইতেই আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, পুরাকালেও এ সম্বন্ধে প্রভূত গবেষণা ও চর্চ্চা হইত। সুসন্তানকামী-গৃহস্থ অতি সাবধানতা সহকারে শরীরপালনের নিয়মপ্রণালী শিক্ষা করিবে। নচেৎ ব্যভিচার দোষে দুষ্ট রোগাদির দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

এই সকল নিয়ম শিক্ষা করার জন্য স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে হইবে। হতভাগ্য ভারতবর্ষে উহা পুস্তকে রচিত গল্পের মত মনে হয়। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যজাতি সকল, পৌরাণিক হিন্দুর আদর্শে নিজ নিজ সমাজ সংস্কার করিতেছেন। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক পাদ্রীদিগের পুস্তক পাঠেও আধুনিক নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় এ বিষয়ে অনেক সন্ধান পাইতেছেন। বর্ত্তমানে দেশের এমন অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে যে, শিশু ও প্রসূতিমৃত্যু ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় সমাজে বিশেষ আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। এইজন্য যাহাতে পবিত্র

ভাবে ও উন্নত প্রণালীতে জীবনযাপন সম্ভবপর হয়, তাহার ব্যবস্থা নিতান্তই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আশা করি প্রত্যেক মাতা, ভগ্নী ও কন্যা উন্নত ও পবিত্র জীবনযাপনের সঙ্কল্প করিবেন এবং এই পুস্তকের লিখিত তত্ত্বসকল অবগত হইয়া নিজ নিজ জীবনকে উন্নত করিতে চেষ্টা করিবেন। প্রত্যেক কন্যাকে সবল ও সুস্থ রাখিবার জন্য নিয়মিত ব্যায়াম, পরিমিত আহার ও সৎচিন্তাধারা এবং একানুবর্ত্তিতায় অভ্যস্ত করিতে হয়। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়া মানসিক বল বৃদ্ধি করা এবং দুর্ব্বৃত্তদের হাতে পড়িয়া পরিণামে লাঞ্ছিত না হইতে হয়, তজ্জন্য প্রস্তুত থাকা বর্ত্তমানে একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। এসকল বিষয় ভাবিয়া-চিন্তিয়া মেয়ে যাহাতে কোনও প্রকারে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া না উঠে, তাহার ব্যবস্থা করা মাতা-পিতার পক্ষে বিশেষ ভাবে দরকার হইয়া উঠিয়াছে।

---

(২)

মাতৃত্বের বিকাশ।

আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অধিকাংশ সুস্থ বালিকা ১২।১৩ বৎসর বয়সেই কুমারী অবস্থায় পরিণতা হয়। এই বয়সের কিছু পূর্ব্ব হইতেই স্ত্রী-প্রকৃতির কোন কোন লক্ষণ বিকশিত হইতে দেখা যায়। শীতপ্রধান দেশে ১৪।১৫ বৎসরে এই পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। প্রথমতঃ মেয়েদের স্তন বৃদ্ধি পাইয়া উন্নত হইতে থাকে, এবং সন্তান গর্ভে আসার পূর্ব্বে সন্তানের দুগ্ধ সরবরাহ করিবার জন্য, করুণাময় ভগবানের নিয়মানুযায়ী ক্রমে ক্রমে স্তনে দুগ্ধ সঞ্চয় হইতে থাকে। ঠিক এই সময় হইতে উহাদের মানসিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায় এবং এই বিচিত্রময় জগতের সৃষ্টিকৌশল সম্বন্ধে কিছু কিছু ধারণা করিতে প্রয়াস পায়। দেহের সৌন্দর্য্য বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী-স্বভাব-সুলভ লজ্জা দেহের লাবণ্য দ্বিগুণতর বৃদ্ধি করে। বাহিরের এই পরিবর্ত্তনের

সঙ্গে সঙ্গে শরীরাভ্যান্তরস্থ কতিপয় জনন যন্ত্রাদি, যাহা ইতিপূর্ব্বে অতিশয় ক্ষুদ্রাকার ছিল তাহাদেরও ক্রমঃবৃদ্ধি হইতে থাকে। এতদ্ব্যতীত শরীরস্থ কতিপয় গ্রন্থিসমূহের পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। জননযন্ত্রাদি ও গ্রন্থিসমূহের পরস্পরের ভিতর বিশেষ একটু নিকট সম্বন্ধ আছে এবং উহাদের কার্য্যকরী ক্ষমতার সামঞ্জস্য থাকায়, জননযন্ত্রাদি স্বাভাবিক অবস্থায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যদি উহাদের পরস্পরের ভিতর কোন অস্বাভাবিক অবস্থা ঘটিয়া উঠে, তবেই নানা প্রকার রোগের উৎপত্তি হয়, এবং উহা নিরাকরণের জন্য ধাত্রীবিদ্যায় অভিজ্ঞ সুচিকিৎসক ডাকিবার প্রয়োজন হয়।

জনন যন্ত্রাদি সম্যক পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেই কুমারীদের ঋতু হয়, এবং ১৫।১৬ বৎসর বয়সে তাহারা যুবতী অবস্থায় পরিণত হয়। এই সময়ে কন্যা পূর্ণাবয়ব প্রাপ্তা হইলেও তাহার বয়স ২০।২১ বৎসর না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহাদের শরীরের অস্থি-সমূহ সম্পূর্ণরূপে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।

এইরূপ পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে মাতা নিজে যাহা আহার করিয়া থাকে, তাহাতে কেবল নিজের শরীরের পুষ্টি সাধন করিতে পারে। কিন্তু সন্তান সন্ততি গর্ভে থাকিলে, তাহার জন্য অতিরিক্ত দ্রব্যাদি উহার নিজের শরীর হইতে সরবরাহ করিতে হয়। এই অবস্থা বালিকা-মাতার পক্ষে অস্বাভাবিক, এবং ইহার ফল অতি ভয়াবহ। অসময়ে প্রাকৃতিক আসঙ্গলিপ্সা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যাহাতে ঐ ভাবী মাতার কোন প্রকার অমঙ্গল সাধিত না হয়, তজ্জন্য প্রত্যেক মাতাকে উপযুক্ত রূপে শিক্ষা বিধানের দ্বারা তাহার মাতৃত্বের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে যথাসাধ্য সহায়তা করিতে হইবে। মাতার শিক্ষার উপর তাহার কন্যার ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করে। এজন্য প্রত্যেক শিক্ষিতা মাতা, কন্যা ঋতুবতী হইবার পূর্ব্ব হইতেই তাহার জীবনের কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য অতি সাবধানতার সহিত অনর্থক লজ্জার বশবর্ত্তী না হইয়া অতি সরল ভাবে বিধাতার সৃষ্টি কৌশলতত্ত্ব যত্নের

সহিত শিক্ষা দিবেন, মাতার দায়িত্ব সম্বন্ধে প্রত্যেক কন্যাকে বিশদভাবে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবেন। প্রত্যেক বিষয়টী স্বয়ং অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট শিক্ষালাভ করিয়া—স্বীয় কন্যাকে শিক্ষা দিতে অবহেলা করিলে মাতার একটী অতি প্রধান কর্ত্তব্যের অবহেলা করা হয়। এই অপরাধের জন্য ঐ মাতা সমাজ ও ধর্ম্মের নিকট দায়ী হইবেন। কন্যা অল্প বয়সে ঋতুমতী হইলে, এই অবস্থাকে "ইচরে পাকা" বলে। বিকৃত শিক্ষায় মেয়েরা অত্যন্ত বিলাসিনী হয়। সর্ব্বদা উপন্যাস পড়ে, থিয়েটার বা বায়স্কোপে যায়, অথবা যে সকল মায়েরা তাহাদের মেয়েদের নিকট অশ্লীল গল্প গুজব করেন, রাতদিন বিবাহের কথা বলেন, কিম্বা ধাত্রীরা যখন নাড়ী পরীক্ষা করে বা প্রসব করায় তখন যাহাদের দেখিতে দেওয়া হয়, তাহাদেরই অতি অল্প বয়সে ঋতুমতী হইতে দেখা যায়। বর্ত্তমানে সমাজের এত অধঃপতন হইয়াছে যে, বালিকা ১২ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিতে না করিতেই ঋতুমতী হয়।

অতি অল্প বয়সে বালিকার বিবাহ দেওয়াতেও এই প্রকার অনর্থ ঘটিয়া থাকে। অতএব প্রত্যেক মাতার বা কন্যার এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে জ্ঞান লাভ করা উচিত। অন্যথায় সমাজের প্রভূত অকল্যাণ সাধিত হইতে বাধ্য। দেশের ও দশের মঙ্গল করিবার ইচ্ছা থাকিলে. প্রত্যেক মাতা এ বিষয় শিক্ষা গ্রহণ করিয়া তদীয় কন্যাকে সময় মত উপদেশ দিতে ত্রুটি করিবেন না।

যাহা হউক বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজে অষ্টম বৎসরে "গৌরী দানের" ব্যবস্থা আর বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু অপরিণত বয়সে বিবাহ দেওয়ায় মাতৃজাতির মৃত্যু সংখ্যা যে ভয়াবহ রূপে বাড়িতেছে, ইহার প্রতিকার করা একান্ত কর্ত্তব্য। সম্প্রতি সাধারণ গৃহস্থ ঘরে ১৫।১৬ বৎসরের পূর্ব্বে মেয়ের বিবাহ দেওয়া হইয়া উঠিতেছে না। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই বয়স ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ২০।২১ বৎসরে দাঁড়াইবে বলিয়া মনে হয়। অতএব বর্ত্তমান সময়ে একটু চেষ্টা করিলেই মাতৃজাতিকে প্রকৃতির

গতি বিধি শিক্ষা দিয়া প্রাকৃতিক নিয়মে মানব সমাজের মঙ্গল সাধন করিতে উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে।

মাতৃ প্রকৃতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েকে তাহার শরীর রক্ষার নিয়ম প্রণালী সম্যকভাবে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। প্রত্যেক মেয়ে প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করবার সময় উন্নত জীবন যাপন করার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করার অভ্যাস কবিবে। উহাতে মনের একাগ্রতা ও বল বাড়ে। তৎপর প্রত্যেক কুমারীর ব্যায়াম করা আবশ্যক।

ব্যায়াম অভ্যাস—(১) প্রত্যূষে ঘুম হইতে উঠিয়া তুইপা প্রসারিত করিয়া সম্মুখে স্থাপন করিয়া বসিবে, হস্ত তুইটি সোজাভাবে উত্তলন করিয়া কাণের বরাবর উপরে সংস্থাপন করিবে। পরে ঐ হস্তদ্বয় ও মাথা সমানভাবে সামনের দিকে ঝুকিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিবে এবং পায়ের অঙ্গুলী স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিবে। এইভাবে ৩।৪ বার অভ্যাস করিলে পৃষ্ঠ, মাজা, গলা ও হস্তের

মাংস পেশীর ব্যায়াম হয়, এজন্য শরীর সবল হয়।

(২) শয্যাত্যাগ করিবার পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়া পা দুইটি প্রসারিতভাবে রাখিয়া দুইটি হস্ত প্রথমতঃ ডান দিকে স্থাপন করার উদ্দেশ্যে শরীরকে ক্রমে নত কবিয়া ঝুকিয়া পড়িবে। তথায় এক মিনিট অবস্থান করার পর পুনরায় বামদিকে ঝুকিয়া পড়িবে। এই প্রকার ৫।৭ বার ব্যায়াম করিলে শরীরের পৃষ্ঠদেশ ও হাতের মাংসপেশী সবল হয়।

(৩) তৎপর হস্তদ্বয় উভয় পার্শ্বে স্থাপনপূর্ব্বক পা দুইটি একটীর পর আর একটী উত্তোলন করিতে হয়। ৫।৭ বার এইপ্রকার করিলে তল-পেটের ও পাছার মাংশ পেশীর ব্যায়াম করা হয়।

(৪) প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া ঘড় ঝাড় দেওয়া, ছড়া দেওয়া, ঘড় লেপা, বাসন মাজা, বাটনা বাটিবার অভ্যাস করিলে ব্যায়াম করা হয়।

(৫) জলে স্নান করার সময় সাঁতার কাটা

উত্তম ব্যায়াম। সকালে বিকালে গাত্র মার্জ্জনা করাও উত্তম ব্যবস্থা।

---

(৬)

বিবাহে বহন

বিবাহ কথার উদ্ভব হয়েছে বি+বহ্ ধাতু (বহন করার ভাব) হইতে। তাই বিশিষ্টরূপে বহন করার অধিকারে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই বিবাহ পদ্ধতি বা সংস্কারের দ্বারা মানুষ দুইটী কামনাকেই পরিপূরণ করে,—একটী উদ্বর্দ্ধন ও অপরটী সুপ্রজনন। কিন্তু অনুপযুক্ত বিবাহে এই দুইটীকেই ছিন্ন করিয়া ফেলে, তাই সাবধানতা অবলম্বনে উপযুক্ত পাত্র পাত্রীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন। বিবাহ মানব সমাজের শ্রেষ্ঠ সংস্কার ও উৎসব। ভগবান মনু বলিয়াছেন মেয়েরা স্থাণু প্রকৃতির (Static) আর পুরুষ চরিষ্ণুপ্রকৃতির (Dynamic)। মেয়ে যখন পুরুষের সহিত

মিলিত হয়, অর্থাৎ পুরুষের সুখ দুঃখ তুষ্টি পুষ্টিই মেয়ের সুখ দুঃখ তুষ্টি পুষ্টি হয়ে উঠে, এমনতর অবস্থায়, মেয়েরা পুরুষকে অবলম্বন করিয়া চরিষ্ণুজীবন পায় ;—এমনতর ভাবে তাদের পক্ষে নূতন জীবন লাভ করা, আর পুরুষের পক্ষেও প্রধান পুষ্টি ও তুষ্টির উৎসকে অবলম্বন করা হয়। অতএব এরূপ ক্ষেত্রে মেয়েদের আনন্দ ও উৎসাহ বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। নারীর এই প্রকার পুরুষকে সম্বর্দ্ধন করার প্রবৃত্তি,—আর পুরুষের অমনতর ভাবে সম্বর্দ্ধিত হওয়ার প্রবৃত্তির সমাধানের প্রয়োজন হইতেই বিবাহের সৃষ্টি হইয়াছে। নারী চায় পুরুষকে উদ্বর্দ্ধন করিতে, তাই পুরুষ চায় নারীকে সর্ব্বতোভাবে বহন করিয়া নিজের জীবনকে বিস্তারিত করিতে। তাই বিবাহে দুই জনেই পরস্পরকে বহন করে। স্বামী স্ত্রীকে যেমন করে বহন করতে পারে, তেমন ভাবে চেষ্টা করে। আর স্ত্রীর স্বামীকে যেমন করিয়া বহন করা উচিত, তেমন করিতে সে চেষ্টা করে। বিশেষ পুরুষ ও বিশেষ নারীর মিলনকে

বিবাহ সূত্রে চিরস্থায়ী করিবার সার্থকতা এই যে, উভয়ে কায়মন বাক্যে তাহাদের নিজ নিজ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত থাকায় দাম্পত্য জীবনের বৃদ্ধি ও উন্নয়ন অবাধ হয়,—জীব ও জগতের মঙ্গল হয়। অন্যপ্রকারে জীবন অমততর ভাবে বর্দ্ধনশীল নাও হইতে পারে,—তাই পুরুষের উচিত নিজের আদর্শে অনুপ্রাণিত থাকা এবং প্রাণপণে আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করা। আর যদি ঐ পুরুষের চরিত্রে, চলনে, আচরণে, জ্ঞানে—সবদিক দিয়া মুগ্ধ হইয়া কোন নারী তাহাকে বহন করার জন্য অনুরোধ করে—আর সেই পুরুষ হৃষ্ট চিত্তে তাহার অনুরোধকে সার্থক করে, তবে সেই প্রকারের মিলন প্রায়ই উভয়ের **জীবন ও বৃদ্ধিকে সার্থক করিয়া তোলে**—অপর পক্ষে ব্যর্থতায় নিরাশ প্রাণে জীবন অতিবাহিত করা দুর্গম বোধ করে মাত্র। নারী যখন পুরুষকে স্বেচ্ছায় বরণ করে, তখনই সে সর্ব্বতোভাবে সেই পুরুষকে গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হয়—এইজন্য ঐ নারী তার পুরুষের মনোবৃত্তির অনুসরিণী হয় এবং যথার্থ

সহধর্ম্মিনীত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। সুবিখ্যাত পণ্ডিত **রাসেল্** বলিয়াছেন প্রায় স্থলেই বিবাহটা লালসা বৃত্তিরই সামিল, শুধু এই পর্য্যন্ত যে, বিবাহরূপ গণিকা বৃত্তি হতে উদ্ধার পাওয়া একটু বেশী শক্ত। এই মত প্রকাশের কারণ, বর্ত্তমানে অসদৃশ বা অপ্রাকৃতিক মিলন হওয়ায় **ভার্য্যা মনোবৃত্তির অনুসারিণী ও সহধর্ম্মিণী হয় না**। এমন কি স্ত্রী যদি সর্ব্বতোভাবে তাহার স্বামিকে গ্রহণ না করে, তার কতকগুলি গুণের পূজক হয়, এবং কতকগুলি বৃত্তিকে অপছন্দ করে, তাহা হইলেও উভয়ের মধ্যে অমিল থাকবেই। এমন স্থলে স্বামীস্ত্রীর বৃদ্ধি ও উন্নয়ন হয় না, বরং নানা প্রকার ঘাত প্রতিঘাতে তাদের ভিতর কামুকতা ছাড়া অন্য কোন বন্ধন থাকে না—তাই মানুষ কামপরায়ণ হতে বাধ্য হয়। **রাসেল্** আরও বলিয়াছেন—"মানুষ যখনই জীবনের পক্ষে সম্পূর্ণ প্রতিকূল কোন সঙ্গীর সহিত বসবাস করিতে বাধ্য হয়, তখনই তার নানা প্রকার তিক্ত অভিজ্ঞতার সংঘাতে জীবন বিপন্ন হইতে থাকে—ফলে মানুষের ইন্দ্রিয় লালসাই

অস্বাভাবিকরূপে বাড়িয়া যায়—নানারূপ উত্তে-জনা ও বিক্ষেপ আসে—তাই মানুষের বৃত্তির প্রকৃত সার্থকতা কিছুতেই আসে না। আবার **রাস্কিন্** বলিয়াছেন—নারী যখনই আত্মার বর্ম্ম শক্ত করিয়া আগলে না ধরে, তখনই পুরুষত্বের গৌরব ম্লান হইয়া যায়—ইহাই চিরন্তন সত্য। **সুইডেন্‌বার্গের মতে**—বিবাহ-মিলন জীবনের অমূল্য রত্ন এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্মের আধারস্থল। বিবাহ-মিলন মানুষকে সম্পূর্ণ করে এবং ইহা মূলতঃ অতিশয় পবিত্র। স্বামী যদি প্রকৃতই স্ত্রীর বৃত্তিগুলিকে বিকাশ করিবার সুযোগ দেন, এবং স্ত্রী তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিতে থাকে, তবে এই বন্ধনেই তার **একানু-বর্ত্তিতা** আসে এবং সীতা সাবিত্রীর ন্যায় চির-স্মরণীয়া হইতে পারে। একানুবর্ত্তিতাই স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক ধর্ম্ম (natural instinct)। যে স্থানে এই প্রকৃতির বিপরীত ধর্ম্ম বা বহুতে অনুরক্তি ঘটে, সে স্থলে স্ত্রী তাহার বৈশিষ্ট্য ছাড়াইয়া জীবনকে অসার ও কষ্টকর করিয়া তুলে, এই দৃশ্যই প্রতীয়মান হয়। অতএব স্বাভাবিক মনোবৃত্তির

উন্মেষ করার চেষ্টাই তাহার সাধনা হওয়া সঙ্গত ব্যবস্থা এবং ঐ চেষ্টাই তাহার জীবনে শান্তি আনয়ন করিয়া তাহাকে মহিমামণ্ডিত করিয়া তুলে। নলের প্রতি একানুরক্তিতেই দময়ন্তীর জীবনের সার্থকতা হইয়াছিল। সাবিত্রীর একনিষ্ঠ স্বামী-ভক্তিই পুরুষকারের চরম আদর্শ।

---

(৪)

বিবাহের বয়স নির্ণয়

রমণীর বয়স কত হইলে বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে, সেই সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ ও পাশ্চত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রায় একই মত। ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত উভয় শাস্ত্রেই রমণী বালিকা ও কুমারী নামে অভিহিতা। তৎপর যুবতী নামে পরিচিতা হইয়া থাকেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে ইহার পূর্ব্বে সন্তান ধারণের ক্ষমতা সম্যকরূপে নারীর আয়ত্বাধীনে আসে না। কিন্তু স্মৃতি শাস্ত্রকারগণ রমণী ঋতুবতী হইলেই সম্প্রয়োগের অর্থাৎ সন্তান

ধারণের উপযোগী হয়—এইরূপ লিখিয়াছেন। এখন দেখা যাইতেছে ঋতুমতী হওয়ার সময় লইয়াই বিরোধ। পুরাকালে হয়ত ষোল বৎসরের পূর্ব্বে রমণী ঋতুমতীই হইত না। তাই স্মৃতিকারগণ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। কালক্রমে শিক্ষা দীক্ষার অভাবে বর্ত্তমান সময়ে সুস্থা বালিকাকে একাদশ বা দ্বাদশ বর্ষে ঋতুমতী হইতে দেখা যায়। একটু বিবেচনা করিলেই এ বিষয়টী বিশেষ উপলব্ধি হইবে। শিক্ষা দীক্ষার প্রভাবে যে দেশের লোকের পরমায়ু সেকালে শতাধিক বৎসর ছিল, তখনকার দিনে ব্রহ্মচর্য্য প্রভাবে ১৬ বৎসর বয়সে কন্যা ঋতুমতী হওয়া সম্ভব ছিল। সম্ভবতঃ তখনকার প্রাকৃতিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বর্ত্তমান সময় হইতে উন্নত ছিল।

কাহারও মতে ১২ হইতে ১৫ বৎসরে বিবাহ হওয়া উচিত, আবার কোন কোন সম্প্রদায় ১৫ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ দেওয়া উচিত মনে করেন না। এই বিষয়ে একটু বিবেচনা করিলে

প্রত্যেকেই স্বীকার করিবেন যে, কন্যা পূর্ণাবয়ব প্রাপ্তা না হইলে, অথবা তাহার শরীরের অস্থি সমূহ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইলে, কোন মতেই বিবাহ দেওয়া সঙ্গত নহে। যে জাতি বা সমাজ সবল সুস্থ সন্তান লাভ করিবার ইচ্ছা করে, তাহারা এই স্বাভাবিক নিয়ম কখনও লঙ্ঘন করিবে না। একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া মাতাপিতা এই নিয়মটী পালন করিতে পারেন। বর্ত্তমান সময়ে পণের দায়ে ভদ্রসমাজের মেয়েদের ১৬।১৭ বৎসর পর্য্যন্তও অবিবাহিতা অবস্থায় রাখিতে হয়। এই জন্য আশা করা যায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার লাভের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা ২০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বিবাহবন্ধনে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতে কোনও মতে ইচ্ছুক হইবে না। কারণ শিক্ষিতা মেয়েরা কখনও অল্প বা অপরিণত বয়সে সন্তানের মাতা হইয়া নিজেদের ও শিশুর অকল্যাণ ডাকিয়া আনিতে প্রয়াস পাইবে না। তাহারা অপরিণত বয়সে "ইচরে পাকা" মেয়েদের কি ভয়াবহ পরিণাম তাহা অবশ্য একবার ভাবিয়া দেখিবে।

অল্প বয়সে সন্তান প্রসবজনিত নানা প্রকার কষ্ট ও স্বাস্থ্যহীনতায় চিররোগিণী হইয়া জীবন যাপন করা কেহই সঙ্গত মনে করিবে না। যে মাতা তাহার নিজের শরীরের পুষ্টিসাধন করিতে অক্ষম, তাহার পক্ষে একটী সন্তানের স্তন্যদুগ্ধ যোগান কখনও সম্ভবপর নহে। ফলে শরীরের ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। প্রায়ই দেখা যায় শিশুকে স্তন্যদুগ্ধ দিতে গিয়া নিজেই দুরারোগ্য ক্ষয়রোগগ্রস্ত (Phthisis) হইয়া পড়ে। অল্প বয়সে জরায়ু প্রভৃতি জনন যন্ত্রাদি সম্যক্ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। ফলে নানা প্রকার উৎকট স্ত্রীরোগের (Uterine Diseases) সৃষ্টি হয়; এবং মাতার জীবন অশান্তিময় হইয়া উঠে। শরীরের পূর্ণতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃত্বের বিকাশ হয়। মাতার প্রত্যেক বিষয় বুঝিয়া চলিবার ক্ষমতা হইলে তাহাকে বিবাহ দিলে পারিবারিক কিম্বা সামাজিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কোন প্রকার বাধা বিঘ্ন হয় না। অতএব মাতৃত্বের সম্যক্ বিকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন

মেয়ের বিবাহ হওয়া উচিত নহে। সমাজের ও দেশের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ নিশ্চয়ই এ বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া কাজ করিবেন।

জাতির কল্যাণ কামনায়, মেয়েরা ব্রত নিয়মের মত নিজ নিজ দেহ-ধর্ম্ম রক্ষার ব্যবস্থা করিতে কোন প্রকার কুণ্ঠা বোধ করিবে না। কারণ নিজের ও বংশের অকল্যাণ কেহ ইচ্ছা করে আনে না।

---

(৫)

স্বামী-স্ত্রীর বয়সের পার্থক্য

ঋষিগণ বলিয়াছেন স্বামী স্ত্রীর ভিতর অন্তত পনের বা কুড়ি বৎসর বয়সের পার্থক্যে, স্ত্রীর উজ্জ্বল জীবনী শক্তি পুরুষে সংক্রামিত হইয়া সমতায় উভয়ের বার্দ্ধক্যকে অনেকাংশে প্রতিরোধ করিয়া থাকে, এবং জীবনে, উদ্যমে ও বর্দ্ধনে উন্নীত করিয়া আনন্দে, প্রমোদে, সুখ ও শান্তিতে অধিরূঢ় করাইয়া বীর্য্যবান সন্তানের অধিকারী

করিয়া তোলে, তাই ইহা ধর্ম্মপ্রদ। যাহা জীবনের বৃদ্ধি ও উন্নয়ন আনয়ন করে, তাকেই ধর্ম্ম বলা যায়। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ এই মতের পোষকতা সম্পূর্ণভাবে না করিলেও ইহা সত্য। তবে অভিজ্ঞতার ফলে ঋষিবাক্যের অনুসরণ করাই সঙ্গত বিবেচিত হয়। এ বিষয়ে বর্ত্তমানে বিশেষ গবেষণাও চলিতেছে। অভিজ্ঞতায় ইহার সত্যতাও প্রমাণিত হইতেছে। অতএব ঋষিবাক্য প্রতিপালন করাই আর্য্যদের কর্ত্তব্য।

(৬)

বিবাহের দায়িত্ব

বিবাহ ব্যাপারটা বড়ই কঠিন। এই সামাজিক অনুষ্ঠানের উপর জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। এ বিষয়ে যে জাতি যত পরিমাণে বিবেচনার সহিত কার্য্য করে, সেই জাতি তত

পরিমাণে জগতের প্রতিযোগীতায় লাভবান হয়। যদি কামান্ধ হইয়া ইন্দ্রিয় লালসা পরিতৃপ্তির আসঙ্গলিস্পা জন্মিয়া থাকে, তবে, তাহা চরিতার্থের জন্য সমাজের উপর অন্যায় অত্যাচার করা কখনও সঙ্গত নহে। আর যদি ঋষি প্রদর্শিত গার্হস্থ্য ধর্ম্মের উন্নতিকল্পে পুৎনামক নরক হইতে উদ্ধার লাভ করিবার জন্য, ঐ আসঙ্গ-লিপ্সা হইয়া থাকে, তবে সেই মহাপুরুষদের প্রবর্ত্তিত আজীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া শরীর ও মন সুস্থ এবং সতেজ রাখিয়া বিবাহিত জীবন যাপন করিবার জন্য স্ত্রী পুরুষ উভয়ে প্রস্তুত হইবে, তবেই পরিণামে শান্তি পাইবে—মুক্তির পথ প্রশস্ত হইবে। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণের বংশধরগণ কি তাহাদের প্রদর্শিত মঙ্গলময় পথে তাহাদের আদর্শে জীবনযাপন করিবার প্রত্যাশা করিবে না! কাল প্রভাবে সুপথভ্রষ্ট মানব চেষ্টা করিলে এখনও ঐরূপ জীবনযাপন অনেকটা সাধ্যায়ত্ব বলিয়া অনুমান করিতে পারে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বর্ত্তমান

সময়েও এরূপ লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা এই ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাবে জীবনের প্রভূত উন্নতিসাধন করিতেছেন। স্ত্রী পুরুষ একত্রিত-করণে বিবাহবন্ধনে যে দাম্পত্যজীবন সংঘটিত হয়, তাহাই ধর্ম্মজীবনযাপনে গৃহীর প্রকৃষ্ট পথ বলিয়া নির্দ্ধারিত। এই পথ অবলম্বন করিয়া মুনি ঋষিগণ তাহাদের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। এই দাম্পত্য জীবনে যাহাতে কোন প্রকার দোষ না স্পর্শে, তৎজন্য উভয়েই সাবধানতা অবলম্বন করিবে। এই সাবধানতাই ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্রমে উহা অতি সহজেই গার্হস্থ্য জীবনে সিদ্ধিলাভ ঘটাইয়া বিশ্বপ্রেমে মানবকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে।

(৭)

নারীর বৈশিষ্ট্য জননে

সমাজে বিবাহের দ্বারা নারী জায়ারূপে পরিচিতা হয়। জায়ার প্রকৃতিগত বা ধাতুগত অর্থ যাহাতে নিজেকে জন্মান যায় সেই জায়া। তাই নারী জায়া রূপে জাতির জন্ম তিরূপণ করে ও বৃদ্ধি সাধন করে। এজন্য নারী যেমন ব্যষ্টির জননী, তেমনি সমষ্টিরও বটে। কারণ নারী যেমন ভাবে আবিষ্ট থাকিয়া পুরুষকে উদ্দীপ্ত করে, পুরুষ হইতে সেই ভাবেই নারীতে জন্মগ্রহণ করে। তাই নারী পুরুষকে প্রকৃতিতে মূর্ত্ত ও পরিমিত করে বলিয়া জীব ও **সমাজের মাতৃরূপে সমাদৃতা**। নারীই মানুষের উন্নতি নিরূপিত করিয়া দেয়, তাই নারীর শুদ্ধতার উপরই জাতির শুদ্ধতা, জীবন ও বৃদ্ধি নির্ভর করে। নারীর বিশুদ্ধতা রক্ষা করা জাতির পক্ষে কত বড় প্রয়োজনীয়, তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির চিন্তা করা একান্ত কর্ত্তব্য। নারীর বৈশিষ্ট্যে

আছে—**নিষ্ঠা, ধর্ম্ম, শুশ্রূষা, সেবা, সাহায্য, সংরক্ষণ, প্রেরণা ও প্রজনন**। সে কোনমতেও ঐ বৈশিষ্ট্যের কোন কিছুকেই ত্যাগ করিবে না। কারণ ইহা হারাইলে তাহার আর কি থাকিবে! কুমারী মেয়েদের পিতার প্রতি অনুরক্তি থাকা, তাঁহার সহিত আলাপ আলোচনা করা—উন্নতির প্রকৃষ্ট সোপান। মাতার নিকট প্রকৃষ্টরূপে সে বুঝিয়া লইবে, তাহার নিষ্ঠা কি উপায়ে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব! তৎপর প্রজনন পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভে একানুরক্তিতেই তাহার শুদ্ধতা রক্ষা করা সহজ ও সরল পথ বলিয়া ঋষিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নারীতে প্রকৃত প্রেমের উন্মেষ হইলে, সেবাশুশ্রূষা, সংরক্ষণ পদ্ধতি, প্রেরণা দান প্রভৃতি গুণরাশি ক্রমে প্রকাশিত হইতে থাকে। তাই মনে রাখিবে নারীর বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য **একানুরক্তি**—একে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হওয়াই প্রকৃষ্ট পন্থা!

(৮)

নারীর সার্থকতা বধুত্বে

যাঁহাকে বহন করিয়া নারী সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠকে আলিঙ্গন করিতে পারিবে বলিয়া বুঝিবে, আর এই বহন করার প্ররোচনায় নারী যেখানে মুগ্ধ, অথচ বুদ্ধ, তাহার কোমল ও উচ্চভাবরাশি যেখানে আলুলায়িত ও অবনত,—সে তথায় বধূরূপে স্বয়ম্বরা হইয়া নিজেকে বরণাদর্শে সমর্পণ করিবে। এই প্রকার আদর্শ বরণে ঐ নারী সমাজে বরণীয়া ও পূজিতা হয়,—**সতী** হয়, এবং গরিমাময়ী হয়। তাই দময়ন্তী ও সাবিত্রীর চরিত্র এত আদরণীয়া ও পূজিতা।

নারী সেই বা তাই যাহা ধারণ করে ও বৃদ্ধি পাওয়ায়। নারীর প্রকৃত কাজ শুধু সন্তানকে তৈয়ারী করা নয়, পুরুষগণকে ও সমাজকে শিক্ষিত করিয়া উচ্চতর সভ্যতায় পৌছানই নারীর ধর্ম্ম। ইহা করিবার জন্য নারী বর্ষণ করে তাহার স্নেহ,

সংযম, আত্মত্যাগ, বিশ্বস্ততা এবং পবিত্রতা। তাই নারীকে বধূরূপে সমাজে অবস্থান করবার সুযোগে গৃহে গৃহে নারীর দৈনন্দিন জীবনে, তাহাকেই সে আদর্শ প্রত্যক্ষভাবে দেখাইতে হইবে—তার স্বর, তার দৃষ্টি, তার বাক্য ও সমস্ত অপূর্ব্ব মাধুর্য্যরাশির ইন্দ্রজাল দিয়া—তাই বধূত্বের বৈশিষ্ট্য।

(৯)

নারীত্বে লক্ষ্মীর আবির্ভাব

পুরুষ যেখানে জয়, যশ ও গৌরবের উপ-ঢৌকন লইয়া আদর্শকে সার্থক করিতে উদ্দাম হয়,—আর নারী যেখানে মুগ্ধ হইয়া ধারণ, সং-রক্ষণ, প্রেরণা ও সেবাপরায়ণা হইয়া তাঁহারই অনুসরণ করে, তাহাতেই সেইখানেই মূর্ত্তিমতী **লক্ষ্মীরই** আবির্ভাব হয়। ঐ নারীর সাহচার্য্যে

পুরুষের কার্য্য সর্ব্বপ্রকারে জয়যুক্ত হয়, কোন প্রকার অভাব থাকে না, তাই এমনতর দম্পতীর প্রভাবে, ঐ পরিবার উন্নত হয়, আদর্শ পরায়ন হয়,—**সমাজ ও দেশ ধন্য হয়**। জয়দেব ও পদ্মাবতীর জীবনে এই প্রকার আদর্শ স্থাপন করায় তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন এবং দেশকেও ধন্য করিয়াছেন। নারী তুমি কন্যারূপে, বধূভাবে, মাতৃত্বে লক্ষ্মীর আদর্শ ফুটাইয়া তুলিতে ভুলিও না, সমাজ সেবাই তোমার শ্রেষ্ঠ কার্য্য।

(১০)

নারীর স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য

স্বামীর কর্ত্তব্য যেমন তাহার আদর্শের অনুকরণে মুগ্ধ হইয়া পরিবার, প্রতিজনের ও পারিপার্শ্বিকের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করা, তেমনি স্ত্রীর কর্ত্তব্য তাহার স্বামীকে আদর্শরূপে আবরিয়া ধরিয়া তাহার স্বামীর পরিবারের

সকলের সেবায় নিজেকে বিলাইয়া দিয়া জীবনের উৎকর্ষলাভে তৃপ্তী লাভ করিয়া বিশ্বপ্রেমে আপ্লুত হওয়া। এই কর্ত্তব্য পালনে ব্যতিক্রম ঘটিলে, ঘাত প্রতিঘাতে উহার ফল প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যকে যেমন ক্ষুন্ন করিয়া তোলে, তেমনি জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠে। সাবধানতা অবলম্বনে প্রত্যেকের সাতন্ত্রত্ব রক্ষা করিয়া জীবনকে সুখকর করিবার জন্য প্রত্যেকের চলা, বলা ও করার উপর সম্যক দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন। এই প্রকার ভাবের অভাবেইত সমাজ আজ জর্জ্জরিত ও মৃতপ্রায় অবস্থায় পরিণত হয়েছে!

(১১)

বিবাহ বংশরক্ষার মূল

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"—সন্তানের জন্যই বিবাহ করা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যবতী স্ত্রী যথানিয়মে গর্ভধারণে সুসন্তান প্রসব করিয়া, বংশের ও জাতীর গৌরব বৃদ্ধি করে। এই আশায় শিক্ষালাভ করিয়া বিবাহিত জীবনের জন্য প্রস্তুত হইবে। বংশরক্ষার জন্যই স্ত্রীলোকের সৃষ্টি। স্ত্রী আনন্দরূপা এবং সকল সুখের মূল। দয়া, মায়া প্রভৃতি ভাল গুণ, ভগবান্ স্ত্রীলোকদের অন্তঃকরণে আরোপ করিয়া এই সন্তান ধারণ ও পালনের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। স্ত্রী স্বামীকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন, দুঃখের সময় সান্ত্বনা দিবেন, এবং অন্যায় কাজ হইতে বিরত রাখিবেন। যে স্ত্রী স্বামীর প্রতি এই প্রকার ব্যবহার করেন, তিনিই পতির নিকট স্বর্গের আনন্দরূপিণী দেবীরূপে গণ্যা হইয়া থাকেন। এই স্ত্রীই প্রকৃত সহধর্ম্মিণী।

বিবাহে পাত্র ও পাত্রী নির্ব্বাচন

বিবাহ দিবার পূর্ব্বে পাত্র ও পাত্রী নির্ব্বাচন করার ভার অভিজ্ঞ আত্মীয়, জ্ঞাতি, কুটুম্ব প্রভৃতির উপর নির্ভর করা উচিত। অনেক সময় বয়স্ক পাত্র নিজেই পাত্রী দেখিয়া বিবাহ করিয়া থাকেন। এ ব্যবস্থা তেমন শুভদায়ক নহে। কারণ যুবকদের বিচারবুদ্ধি অভিজ্ঞতার দ্বারা তেমন পরিমার্জ্জিত নয় বলিয়া, কেবল চোখে সুন্দর দেখিয়াই উহারা পাত্রী পছন্দ করিয়া থাকে। অপর প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির সংবাদ গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা বুঝিতে পারে না। এজন্য প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ নির্ব্বাচনে স্বামী স্ত্রীর মিল হয় না এবং উহারা স্বাস্থ্যবান স্বাস্থ্যবতী না হওয়ায় প্রভূত কষ্টের কারণ হয়, ও পরিণামে তাহাদের বংশ-লোপ পাইয়া থাকে। বিবাহ অতি গুরুতর কাজ। এজন্য অভিজ্ঞ জ্ঞানী গুরুজনের উপর নির্ব্বাচন ভার অর্পণ করা সঙ্গত। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া

যায় অর্থের লালসায় স্বার্থপর পিতা স্বাস্থ্যবতি কন্যাকে ত্যাগ করিয়া ধনবানের স্বাস্থ্যহীনা কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দেন। এ ব্যবস্থা কোন বুদ্ধিমান পিতার পক্ষে সঙ্গত নয়। ইহার ফলে তিনি সংসারে অশান্তি ডাকিয়া আনেন এবং পরিণামে তাহার বংশ লোপ পাওয়াই সম্ভব। অতএব এরূপ ব্যবস্থা কখনও কাহারও পক্ষে সঙ্গত নহে। পুত্রের বিবাহ দিতে কেবল ধন সম্পত্তি না দেখে, নির্ম্মল শোণিত ও পবিত্র কুলশীল দেখে বিবাহ দেওয়াই উচিত। প্রত্যেকের মনে রাখা উচিত স্বাস্থ্যের প্রতি তাচ্ছিল্য করায় পরিণামে অনেক কষ্টভোগ ও অশান্তিরূপ বিষের জ্বালায় বংশটা পর্য্যন্ত অস্থির হ'য়ে পড়ে। এ সংসারে **স্বাস্থ্য অপেক্ষা আদরের ধন আর কিছুই নাই।** যাহারা ধনের লোভে, আপনার বংশের স্বাস্থ্য বিসর্জ্জন দেয়,তাহাদের মত দুর্ভাগ্য মহাপাপী আর জন্মায় না। সন্তান বাপ মায়ের স্বাস্থ্যের সমষ্টি মাত্র। এজন্য বাপ মা দুর্ব্বল হইলে, সন্তানও তদ্রূপ হইবে। এই সকল বিষয় বিশেষ বিবেচনা

করিয়া ছেলে মেয়ের বিবাহ দিতে হয়। যাহারা উপযুক্ত পাত্রে প্রণয় স্থাপন করিতে না পারে, তাহাদের অদৃষ্টে কখনই নির্ম্মল সুখভোগ ঘটে না এবং অর্থের কুহকে প'ড়ে চিরজীবনটা কষ্টভোগ করিয়া থাকে। স্ত্রী পুরুষের স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে বিবাহের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। আমাদের দেশের লোকে, আজকাল বিবাহটাকে পুতুল খেলা করিয়া তুলেছে। পূর্ব্বকালে কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা ছিল না, —তাই তাহাদের শত-বর্ষ পরমায়ু ছিল। মনু-সংহিতায় ৯ম অধ্যায়ে ২৭, ২৮ শ্লোক স্ত্রীর নিম্নবিধ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত আছে।

উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনম্।
প্রত্যহং লোক যাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রী নিবন্ধনম্॥
অপত্য ধর্ম্মকার্য্যানি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধনস্তথা স্বর্গঃ পিতনামাত্মনশ্চহ॥

সন্তান জন্মান, তার প্রতিপালন, প্রতিদিন অতিথি ও আত্মীয় স্বজনকে ভোজন প্রদান, গৃহস্থালীর কাজ করা, ধর্ম্মকার্য্য, পরিচর্য্যা, বিশুদ্ধ-রতি, পিতৃদিগের এবং নিজের সন্তানাদি জন্ম

দ্বারা স্বর্গভোগ এই সকল গুরুতর কাজ স্ত্রী ভিন্ন হ'তে পারে না।

স্ত্রী পুরুষ মিলিত হয়ে ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম্য বিষয় সম্পন্ন করবেন—এইটী শাস্ত্রের ব্যবস্থা।

(১৩)

বিবাহে স্বয়ম্বর প্রথা

পুরাকালে ভারতবর্ষে স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত ছিল। এই প্রথানুসারে প্রাপ্ত বয়স্কা কুমারী যুবতী নিজ নিজ স্বামী নির্ব্বাচন করিতেন। তৎকালে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থান করিয়া প্রকৃত শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিতেন। এই শিক্ষার প্রভাবে, তাহারা নিজ নিজ স্বামী নির্ব্বাচন করিতে প্রয়াস পাইতেন এবং মাতাপিতা তাহাদের এই নির্ব্বাচন বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়া ভবিষ্যতে কন্যা যাহাতে সংসার সাগরে স্বামীর

প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতেন। বর্ত্তমানে উপযুক্ত শিক্ষার অভাবেই, এই প্রথা প্রচলিত হয় না। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই এইরূপ প্রথা ক্রমে প্রচলিত হইবার আশা করা যায়। কন্যা নিজের পরিমার্জ্জিত বুদ্ধির দ্বারা যে পর্য্যন্ত চলিতে না শিখিবে, সে পর্য্যন্ত এই প্রথার প্রচলন হওয়া উচিত নয়।

মাতাপিতার প্রধান কর্ত্তব্য প্রত্যেক মেয়েকে নিয়মিতভাবে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা এবং যখন ঐ কন্যা তাহার ভালমন্দ বিচার করিতে সক্ষম হইবে, তখন তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে যাহাতে শান্তি পাইতে পারে, তদনুরূপ উপদেশ প্রদান করা। বিবাহের বয়স হইলে, মাতা কন্যার মতামত অবগত হইয়া স্বামীর সহিত পরামর্শ করিবেন। পরে ভবিষ্যৎ দম্পতীর মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনা করিয়া কন্যাকে স্বয়ম্বরা হইবার জন্য উপদেশ প্রদান করিবেন। এরূপ বিধানে কন্যার নিজের কোন পরিতাপের কারণ থাকে না এবং পাত্রও বিশেষভাবে স্বাস্থ্যবান ও চরিত্রবান হ'য়ে

ঐরূপ রূপগুণসম্পন্না যুবতী নির্ব্বাচনে সংসারে উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হন।

প্রত্যেক কুমারী তাহার সমবয়সী মেয়েদের বিবাহ উপলক্ষে উহাদের বরের নৈতিক ও মানসিক বৃত্তিগুলি লক্ষ্য করিবে এবং তদনুযায়ী মনে মনে তাহার অভিপ্রেত স্বামীর গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা করিবে। পরে সম্বন্ধ উল্লেখ হইলে সবিশেষ অবগত হইয়া নিজের মতামত প্রকাশ করিবে। অবশ্য মাতাপিতা তাহার শুভাশুভ বিবেচনা করিয়া কন্যার অমতে বিবাহ দিবেন না, তবে এ বিষয়ে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করাও মেয়ের পক্ষে খুব সঙ্গত। এজন্য মাতার নিকট সকল বিষয় প্রকাশ্য ভাবে বলিয়া তাঁহাদের মতামতের উপর নির্ভর করাই উচিত। কারণ যৌবন সমাগমে মানসিক উত্তেজনায় অনেক সময় বুদ্ধি-ভ্রম হওয়ায় মেয়েরা বা ছেলেরা নিজেদের বিবেচনা বুদ্ধি পরিচালন করিতে অক্ষম হয় এবং এজন্য পরিনামে প্রভূত অশান্তির কারণ হইয়া থাকে।

দময়ন্তী, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীগণ যে প্রণালীতে পতি নির্ব্বাচন করিতেন, তদনুরূপ উপায় অবলম্বন করাই সঙ্গত। কিন্তু পুস্তক পাঠ করিয়া যে আদর্শ চরিত্রের কল্পনা করা সম্ভব হয়, বাস্তব জীবনে তাহার অনুরূপ দেখা যায়। অতএব সকল বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া বাস্তব জীবন যাপনের উপকরণ সংগ্রহ করা উচিত। কুমারী নিজের চরিত্র, মন প্রভৃতি যে ভাবে গঠন করিবে, ঠিক তদনুযায়ী তাহার স্বামীর নিকট আশা করিতে পারে। কিন্তু তাহার মনে রাখা উচিত, নিজে যেরূপভাবে নির্ব্বাচন করিতে প্রয়াস পাইবে, তাহার ভাবী স্বামীও তাহার নিজের অনুরূপ নির্ব্বাচন করিতে চেষ্টা করিবে। উভয়ের ভাব এবং চরিত্রের সামঞ্জস্য থাকিলেই তাহাদের দাম্পত্য জীবন প্রীতিপ্রদ ও শান্তিময় হওয়া স্বাভাবিক। সাময়িক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া কাহারও পক্ষেই, তাহার জীবনসঙ্গী নির্ব্বাচন করা কোনও প্রকারে যুক্তিসঙ্গত নহে।

সম্মিলিত দম্পতীর স্বাস্থের উপরেই ভবিষ্যৎ বংশের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এজন্য পতি বা পত্নী নির্ব্বাচনে স্বাস্থ্যবান বা স্বাস্থ্যবতীকেই নির্ব্বাচন করিবে। যক্ষ্মা (Pthysis), কর্কটরোগ (Cancer), গলগণ্ড (Scrofula), মস্তিষ্কের বিকৃতি (Insanity), কুষ্ঠরোগ (Leprosy), উপদংশ (Syphilis), অথবা সংক্রামক ধাতু রোগগ্রস্ত (Gonorrhea) যুবক যুবতী বিবাহের অযোগ্যা বলিয়া সর্ব্বদা মনে রাখিবে। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক পীড়া আছে, যাহাতে উভয়ের স্বাস্থ্য খারাপ হওয়া স্বাভাবিক।

পূর্ব্ব পুরুষের এমন অনেক রোগ থাকিতে পারে যাহা বংশ পরম্পরায় পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সংক্রামিত হইয়া থাকে। এজন্য পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচনে পারিবারিক চিকিৎসকের সহায়তা গ্রহণ বাঞ্ছনীয়।

নারীর বিবাহে বরণাধিকার

নারী যখন গর্ভধারণক্ষম হয়, তখন প্রকৃতি তাহাকে পুরুষ মনোনয়নের ক্ষমতায় অধিরূঢ় করিয়া তোলে। আর নারী যদি স্বেচ্ছামত মনোনয়ন করিতে চায়, তখনই কেবল সে তা' পারে। অন্যথায় মাতাপিতা তাঁহাদের কন্যার জন্য, সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ দেখিয়া যাহাকে বরণ করিবেন, তিনিই কন্যার বর বলিয়া পরিগণিত হইবেন, ইহাই শাস্ত্রের নীতি। শাস্ত্র অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত ঋষি প্রদর্শিত ব্যবস্থা মাত্র। স্বয়ম্বর প্রথা এই নীতি বা শাস্ত্র বাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই এই প্রথা প্রত্যেক নারীর অবশ্য বোধে অনুধাবনীয়।

(১৫)

নারীর বরণাদর্শ

যদি কোন পুরুষের আদর্শানুপ্রাণতা ও সকল প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব কোন নারীকে শ্রদ্ধাভক্তিতে অবনত ও নতজানু করিয়া তার সেবায় কৃতার্থ হয়—অন্তর হইতে মুখে যার স্তুতিগান উপচিয়া উঠে,—তাকে সে বরণ করিতে পারে—আত্মদান করিতে পারে। (যেমন দময়ন্তী বা সাবিত্রীর ঘটেছিল) কারণ এইরূপ পুরুষের স্ত্রীত্ব লাভ করিয়া স্তুতি ও সেবায় ধন্য হওয়াই স্বাভাবিক।

(১৬)

বরবরণে অসংস্রব

যদি উপযুক্ত স্বামী লাভ করিতে চাও—পুরুষ হইতে দূরে থাকিও, এবং কাহাকেই স্বামীভাবে কল্পনা করিও না। কারণ এরূপ অবস্থায় মন কামলোলুপ হইয়া তোমার দৃষ্টিকে অস্বস্থ করিয়া

তুলিবে—কিন্তু যাহাকে স্বামী করিতে চাও, তাহার ইষ্ট, আচার, বংশ, যশ, স্বাস্থ্য, শ্রদ্ধা, জ্ঞান প্রভৃতি তোমার কাম্য, সহনীয় বহনীয় কিনা বুঝিবার চেষ্টা করিও এবং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী গুরুজণের সহিত আলোচনা করিও—প্রাপ্তিতে ভ্রান্তি কমই ঘটিবে।

(১৭)

নারীত্বে—প্রেমের উৎস

ভালবাসা বা প্রেম চায় তার প্রেমাস্পদকে নিজের যা কিছু তাহা নিংড়াইয়া জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে প্রতিষ্ঠা করিতে। প্রেমাস্পদই তাহার পরম স্বার্থ। সে চায় না তা, যা নাকি তার প্রিয়কে স্বার্থক মণ্ডিত না করে। সে তার জগৎ খুজিয়া যাহা জীবন, যশ ও বৃদ্ধির অনুকূল বুঝিতে পায়, তাহাই আনিয়া প্রেমাস্পদকে সাজাইয়া নিজেকে স্বার্থক বিবেচনা করিবে,—আর ইহাতেই তার পুষ্টি, তৃপ্তি

ও মুক্তি। সে স্বাধীন হইতে চায় না—সে চায়—প্রিয়ের অধীনতা, প্রিয়ের সেবাই তার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এমনি ভাবেই প্রেমিক তার প্রিয়কে তোষে। জ্ঞানে, কর্ম্মে ও জীবনে ঐশ্বর্য্যে, প্রতুল করিয়া তুলিয়া অজ্ঞাতসারে নিজেও তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাই প্রেম নিস্পাপ ও মহান আদর্শরূপে তাহার নিকটে প্রকটীত করিয়া তোলে,—যে তাহাতেই তাহার আত্মদানে তৃপ্তি বোধ করে। সে তুনিয়ায় আর কিছুতে তৃপ্ত হয় না, তাই সাধক কবি চণ্ডীদাস তাহার জীবনের উৎকর্ষতা লাভ করিলেন ঐ রামীর বিশুদ্ধ ভালবাসার ধারায় আপ্লুত হইয়া—তাই রামী বুঝিয়াছিল **"সেবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"** মানব জন্ম শ্রেষ্ঠ জন্ম। ইহার তাৎপর্য্য এই যে সে তাহার পুরুষ-কারের দ্বারা কর্ম্মফলের গতি পরিণতি সাবত্রীর মত পরিবর্ত্তিত করতে সক্ষম হয়। জীবনকে উন্নতীর চরম সীমায় পৌঁছাইয়া প্রেমাশ্রুতে ভগবৎ কৃপায় অনন্তের আস্বাদন পাওয়াইয়া পরিতৃপ্ত

হইতে পারে। তাই সাধক তাঁহার আদর্শের দিকে পাগলের ন্যায় ছুটিয়া এই দুনিয়াটাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।

(১৮)

নারীত্বে—কামের বিকার

কাম চায় কাম্যকে চাহিবার মতন উপঢৌকন পেতে, সে কাম্যকে সংবৃদ্ধ করিবার বালাইকে বহন করিতে একদম নারাজ,—যদি তাতে তাহার ভোগের কোন প্রকার ব্যতিক্রম না ঘটে। তাই কাম মানুষকে মূঢ় করিয়া তার জগৎ হইতে চুরি করিয়া ততটুকু পর্য্যন্ত তাহার সীমায় আবদ্ধ রাখিতে চায়, যতটুকু ভোগ লিপ্সা তাহাকে যেমন-তর উদ্দীপ্ত করিয়া রাখে ;—আর তার অবসানেই সবই অবসান হয়,—এইজন্য তার বৃদ্ধি নাই, জীবন ও যশ সঙ্কোচশীল, এবং তমসার অতল

গহ্বরে মরণ প্রহেলিকায় তার স্থিতি—তাই সে পাপ,—সে তুর্ব্বল, অবসন্ন ও অজ্ঞতায় ঘেরা থাকে। প্রেমের প্রভাবে কামকে যে জয় করিতে পারে সেই প্রকৃত মানুষ।

(১৯)

কাম দমনে প্রেমের জয়

প্রেমকে অবলম্বন না করিয়া কামকে যে দমন করিতে প্রয়াস পায়, সাধারণতঃ বিকট উত্থানে কামই তাহাকে বিদ্ধস্ত করিয়া থাকে। তাই **রামকৃষ্ণ দেব** বলিয়াছেন—“কাম কাঞ্চন হ’তে তফাৎ, তফাৎ, খুব তফাৎ, জলমগ্ন নারীকে পুরুষের উদ্ধার করার অধিকার ততক্ষণ হয় না, যতক্ষণ সে প্রকৃত প্রেমে উদ্বেলিত হ’য়ে জীবনে উৎকর্ষতা এনে ঐ নাড়ীকে মাতৃরূপে গ্রহণ করিতে না পারে”। তাই প্রেমের প্রতিষ্ঠা দ্বারা কামকে জয় করা ছাড়া অন্য উপায় নাই।

মানুষ চেষ্টা করিলে কামকে বসে আনিতে পারে এবং প্রেমের রাজ্যে বিচরণ করা তার পক্ষেই সম্ভব। তাই শাস্ত্রকার বলিয়াছে—দেবদেহ ভোগ—দেহ, মনুষ্য দেহই জীবনের উৎকর্ষ সাধনের একমাত্র আধার। তাহাকে হেলায়, অশ্রদ্ধায়, বিব্রত ও অস্বস্থ করিয়া তুলিও না। বিপদ ত আসবেই, তাতে ঘাবড়ে গেলে চলবে কেন! ভগবানের চরণে আত্মসমর্পন করিয়া নিজ নিজ চেষ্টার দ্বারা জীবনকে উন্নত করিয়া ঐ পরম প্রেমাষ্পদের বিধান মত চলিলে, চিরশান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে কোন আহাম্মক কামের কুহকে পড়িয়া হাবু ডুবু খায়!

(২০)

অকৃতকার্য্যতায় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ

যে অকৃতকার্য্যতা, কর্ম্মের ভ্রান্ত পরিবেশনে মাথা তুলিয়া মূঢ় প্রলোভনে বার বার তোমাকে ব্যর্থ করিয়া তুলিতেছে,—আর তাহাকে যদি কোন

মতে আয়ত্বাধীনে আনা সম্ভবপর না হয়,—তবে ঐপ্রচেষ্টাকে অমন ভাবে নিয়োগ করার প্রয়োজন থাকে না। অতএব কর্ত্তব্যজ্ঞানে কৃতকার্য্যতার জন্য, এমনতর কার্য্য-পদ্ধতি পরীক্ষাপূর্ব্বক অপর উপায় অবলম্বনে ধৈর্য্যপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিবে। ইহাই জীবন সাফল্যের একমাত্র সুকৌশল। বরং নূতন উদ্যমে, নূতন আলোকে প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া নূতন পথে চালিত করাই সঙ্গত ব্যবস্থা। এই প্রচেষ্টায় যাহা ব্যর্থ বলিয়া মনে হইবে, তাহাই সার্থক করিয়া তোলা মানুষের ধর্ম্ম। অন্যথায় ঐ ব্যর্থ বিকৃত অকৃত-কার্য্যতাই তোমার মস্তিষ্কে ব্যর্থ বেদনার রেখা অঙ্কিত করিয়া রাখিবে, যাহাতে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ব্যর্থতায় বিলীন হওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায়ই থাকে না।

(২১)

শয়তানের কুহকজাল কৰ্ত্তন

মানুষ যদি এমনতর কিছুতে লুব্ধ হইয়া, তাহার আদর্শকে অতিক্রম করে, এবং তাহা যদি তাহার আদর্শকে লক্ষ্য না করে—প্রতিষ্ঠাও না করে,—তবেই বুঝিবে শয়তানের কুহকে সে মুগ্ধ ও লুব্ধ হইয়াছে,—ধ্বংস তাহার অনিবার্য্য। কিন্তু সুবুদ্ধি প্রভাবে সাবধানতা অবলম্বনে আদর্শকে স্মরণ করিয়া তখনও ফিরিলে নিরন্তরতাকে—স্পর্শ করিতে পারে না, এবং জীবনের উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হয় না।

---

(২২)

বিবেক বাণী

পারিপার্শ্বিকের সাড়া—যাহা স্মৃতি ও জানা হইয়া মস্তিষ্কে অবস্থান করে—ও যাহা সহজ সরল ভাবে, অবস্থাপরম্পরায় কৰ্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া

অনুধাবন করায়,—তাহাই **বিবেক** বা বিশ্বস্রষ্টার বাণী। এই বিবেক-বাণী অনুধাবন করাই যার প্রকৃতি, তিনি **বিবেকী**। সংসারীর পক্ষে বিচার-পূর্ব্বক বিবেক-বাণী অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য। কারণ ইহা কর্ম্মের সুকৌশল নির্দ্দেশকারী অমোঘ পদ্ধতি।

(২৩)

প্রিয়ের—যাজনে উন্নয়ন

প্রেম মানুষের অন্তরকে উজ্জ্বল করিয়া পারি-পার্শ্বিকে উৎসারিত হইয়া প্রিয়কে সেবা ও যাজনে প্রতিষ্ঠা করে। এই লক্ষণ যাহাতে নাই, তাহাকে সন্দেহ করিও এবং বুঝিতে চেষ্টা করিও। স্বতঃ উৎসারিত প্রেমাস্পদের গুণগান,—আর তার যাজনে যদি স্বভাবসিদ্ধতার টান বা ভালবাসার একটা চরিত্রগত লক্ষণ উপলব্ধি করিতে পারা যায়,—তবেই বুঝিবে প্রেমাস্পদকে লইয়া সে সুস্থ ও দীপ্ত আছে।

(২৪)

সংশয়ে—বিচার বুদ্ধি

সংশয়শীল নিয়ত উন্নতিপ্রবণতাকে সন্দেহ করিয়া কর্ম্মনিরন্ততায় নিজেরই বিনাশকে ডাকিয়া আনে। কিন্তু বিবেকের আশ্রয় লইলেই দর্শনের বা জ্ঞানের পাল্লা বাড়িয়া অদৃষ্টকে দৃষ্ট করিয়া দেয়,—তাই বিচার বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। অভ্যাস করিলে বিবেক বাণী স্বতঃই উদয় হয়, এবং তাহার অনুসরণ করাই জীবের ধর্ম্ম। কারণ বিবেক পরিচালিত বুদ্ধিই কৃতকার্য্যতার প্রসূতি।

(২৫)

অবলম্বনে—আশ্রয় ও আসক্তি

আশ্রয় বলিয়া অবলম্বনে তেমন আকর্ষণ থাকে না,—তাই আসক্তিরূপে অবলম্বন করায় আকর্ষণে জীবন উন্নতিমুখ হয়। প্রথম অবলম্বনে আদর্শের

আকর্ষণে চরিত্র রঞ্জিত নাও হইতে পারে,—কিন্তু পুনঃ পুনঃ অবলম্বন করিবার প্রচেষ্টায় তাহা হওয়া খুব স্বাভাবিক। কিন্তু ইহা আদর্শের নিকট আসক্ত ব্যক্তির ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

(২৬)

সন্দিগ্ধ আসক্তি

নিজের কাহারও প্রতি ভাব ভক্তি ভালবাসা ইত্যাদিকে অস্বীকার করা বা সন্দেহ করা বা বিশ্লেষণ করা, আর জীবনের উৎসকে আস্তাকুঁড়ে হটাইয়া দেওয়া প্রায় একই। স্বাভাবিক গতি পরিণতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জীবনের সার্থকতা আনয়ন করা প্রধান কর্ত্তব্য। রত্নাকর, জগাই মাধাই, বিল্বমঙ্গল, গিরিশ ঘোষের জীবনের গতি পরিণতি দেখিতে চেষ্টা করিলেই আসক্তির পরিমাণ কি ভাবে তাঁর কৃপায় পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

ভাব—চরিত্রে ও চলনে

যেমনতর ভাব যখন যেমন ভাবে মানবে অধিষ্ঠিত থাকিবে, তাহার চিন্তা, চলন ও ভাষা সাধারণতঃ তেমনই হইবে। আর ইহা যতই উন্নত হইয়া তাহাতে সমাহিত থাকিবে, তাহার চিন্তা, চলন ও বলা তেমনতর উন্নত ধরণের হইবে। শোকার্ত্তের অভিব্যক্তি ও আনন্দিত প্রেমিকের ভাব সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে একই জীবনে অবস্থার প্রভাবে প্রকাশ পায়। এই স্বাভাবিক অভিবক্তির ভিতর দিয়াই সেই জগদানন্দাগকারী শ্রীভগবানের নির্দ্দেশ বাণী প্রচারিত হয়,—তাই ভাব, ভাষা, ও চলন পদ্ধতি লক্ষ করিয়াই বুদ্ধিমান তাহার জীবনের গতি পরিণতি নির্দ্ধারিত করিয়া লয়। তাই **বর্ত্তমান যুগপ্রবর্ত্তক ঋষি বলিতেছেন**—

"তোমার পারিপার্শ্বিকের কোন একেরই হউক বা বহুরই হউক, সহানুভূতি সম্পন্ন মনোযোগ সহকারে ভাব ও চলন দেখিয়া ঠিক করিয়া নিও—

কি রকম ভঙ্গীতে তার সহিত কথা বার্ত্তা ও ব্যবহার করিলে, তাহার হৃদয়কে তোমায় আদর্শে জয় করিতে পার ;—তোমার **সেবা** তাহার প্রতি তেমনতর ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াই চালাও।"

(২৮)

জীবনে—দৈব ও পুরুষকারের প্রভাব

সহজ সরল বৈশিষ্ট্য সম্ভূত সংস্কার যাহা লইয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করে, এবং যাহার ফলে পারিপার্শ্বিক তাহাকে যেমনতর করিয়া গ্রহণ করে তাহাই দৈব। আবার ঐ বৈশিষ্ট্যনিহিত ক্ষমতা যাহা মানুষকে প্রকৃতস্থ করিয়া ও পারিপার্শ্বিককে চালনা করে,—তাহাই পুরুষকার। যে ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কোন কারণ সাধারণতঃ মানুষ দেখতে পায় না, তাহাই দৈবক্রমে ঘটিতেছে বলা হয়। বাস্তবিক কারণ ছাড়া কার্য্য ঘটে না,—তবে ঐ কারণ কেহ বুঝিতে পারে, আবার অনেকে বোঝে না। সাবিত্রীর পুরুষকারে দৈবের

প্রভাব ছিল না, এমন কথা বলা চলে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে দৈব কর্ম্ম সংঘটিত হয়, ইহা ঋষিগণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

---

(২৯)

জীবনে—আধ্যাত্মিকতা

জীবনের অস্তিত্বকে অধিকার করিয়া যে ভাব তদ্দ্বারা অনুপ্রাণিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া চিন্তা, চলন ও কর্ম্মে প্রতিফলিত হয়, তাহাই বস্তুতঃ জীবনের আধ্যাত্মিকতা। প্রত্যেক গৃহী সম্যকরূপে এই ভাবের উৎকর্ষতা আনয়ন করার চেষ্টা করিয়া সাফল্য লাভ করিবে। এই ভাবই মানবের মুক্তির উৎস। সৎগুরু ত্রিকালজ্ঞ অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রত্যেকের জীবনের গতি পরিণতি নির্দ্ধারিত করিতে পারেন। তাঁহার নির্দ্দেশমত জীবনকে চালনা করিলে, মানুষ কৃতার্থ হয়। কারণ অধ্যাত্মতত্ত্ব তখন তাহার নিকট গুরুর কৃপায় প্রকট হয়।

গৃহস্থের ধর্ম্ম—সেবা

যে বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্ম দ্বারা মানুষ বা জীব সুস্থ, পুষ্ট ও উন্নত হয়, তাহাকেই সেবা বলে। অর্থাৎ যাহা পারিপার্শ্বিককে সুস্থ, সবল ও বৃদ্ধিশীল রাখে তাহাই সেবা ধর্ম্ম। যে নিজের জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে চায়, সে অপরের জীবন ও বৃদ্ধির অনুকূল হইবেই। তাই অন্যের সেবায় তার আত্মার বা নিজের তৃপ্তি বোধ করে। নিজের জীবনকে উন্নত করিয়া আদর্শ প্রতিষ্ঠায় একাগ্রভাবে নিষ্ঠার সহিত চেষ্টা করিলেও জগতের মঙ্গল হয়। আবার পরের দুঃখ কষ্টের সমাধান করতে আকুল প্রাণে চেষ্টা করলেও নিজের দুর্ব্বলতা নষ্ট পায় এবং অজ্ঞাতসারে নিজের মঙ্গল করা হয়। প্রকৃতভাবে সেবা করাই মানবের কর্ত্তব্য।

গৃহীর ধর্ম্ম কর্ম্ম

ধর্ম্ম বলিতে সাধারণতঃ যাহা ধরিয়া রাখে তাহাই বুঝায়। অর্থাৎ যাহাতে আমাদের বাঁচিয়া থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়া অটুট থাকে বা যাহা করিলে কিম্বা যাহাতে আমাদের পারিপার্শ্বিককে লইয়া আমরা জীবনের উপর দাঁড়াইয়া উন্নতিতে অবাধ হইতে পারি, তাহাই মানুষের সহজ সরল ধর্ম্ম। ইহার ব্যতিক্রমই অধর্ম্ম বা পাপ। ধর্ম্মানুষ্ঠান বিবেক বাণীর অনুসরণে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধর্ম্ম রক্ষা করার জন্য ঋষি বাক্য শরণ কর ঃ—"**করায়** আর **বলায়** তুমি চলতে থাক ঠিক তেমনিতর চাল চলন নিয়ে—যেন তুমি আপ্রাণ ও অটুটভাবে আদর্শ-প্রাণ—আর **ভাবও** তুমিই তাই—ইহাই গৃহীর করণীয় কর্ম্ম, যাহা তাহার জীবনে আধ্যাত্মিকতা ফুটাইয়া তুলিয়া সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে ধন্য হয়।

"তোমার মনে কি আছে, কিম্বা মনে তুমি কেমনতর, তার প্রতি কোনরূপ খেয়াল না ক'রে—

যা' করণীয় **তেজ, উদ্যম ও নিরন্তরতাকে** নিয়ে বিবেচনার সহিত করে' যাও!" **ইহাই গৃহীর ধর্ম্ম কর্ম্ম।**

"এই করতে গেলে—তার রাস্তায় দুটো বিপদ আসতে পারে—একটা "go between" আর একটা Lividoর distortion—ঘাবড়ে যেওনা,—একটু দৃষ্টি রেখো তাদের প্রতি—কৃতকার্য্যতা কৃতার্থকে নিয়ে তোমাকে সার্থকতার সম্রাট্ করে রাখবে!"

(৩২)

গৃহীর ব্রহ্মচর্য্য

মানুষ, জীব বা জীবন যেমন করিয়া বৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হয়, তেমনতর চলা, বলা বা করাকেই এক কথায় ব্রহ্মচর্য্য বলে। ব্রহ্মচর্য্য অর্থে ব্রহ্মে চরণ করা বুঝায়। ব্রহ্ম কথাটা আসিয়াছে, বৃন্হ্ ধাতু (বৃদ্ধি পাওয়ার ভাব) হইতে। স্ত্রীর প্রতি যদি মন নিয়ত কামনাসক্ত না থাকে, এবং সেই স্ত্রী যদি পুরুষের ব্রহ্মচর্য্যের

সহধর্ম্মিণী হয়, অর্থাৎ জীবনের বৃদ্ধি ও উন্নতির সহায়ক হয়, তবেই ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠা হয়। অতএব বিবাহ পদ্ধতি দ্বারা গৃহী ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিবে। এই ঋষিবাক্য অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। মানুষ যখনই বিস্তাব মুখতা—বৃদ্ধি বা উন্নতি-প্রবণতা হইতে বিরত হইয়া কামিনীমুখী হয়, এবং ভোগলালসাতে মত্ত হয়, তখনই ব্রহ্মচর্য্যের বিক্ষেপ হয়। আর যখনই স্ত্রী পুরুষের বিস্তারমুখতার অনুগামিনী স্বার্থককারিণী হওয়াটাই তার জীবনের সুখ এবং স্বার্থকতা মনে করে, তখনই এই উচ্চ ভাব ও উচ্চ সংসর্গ-জনিত যে সহজ কামের উন্মেষ হয়, তাহাতে প্রায়শঃই মানুষ দুর্ব্বল হয় না। কিন্তু কামিনী যেখানে কামেরই কেন্দ্র হয়, মানুষ সেখানে মূঢ় হইয়া উঠে, এবং বুদ্ধিভ্রংশ হয়। তাই সে উন্নতিতে সার্থক হওয়ার বা বৃদ্ধি পাওয়ার আকুতি লাঞ্ছিত হইয়া অবসন্ন হইয়া দাঁড়ায়। তখন অজ্ঞানতায় তার জগৎ সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠে,—অবশেষে মৃত্যুতে তার শেষ নিঃশ্বাস বিলীন হইয়া

যায়,—তাই যে বুদ্ধি স্ত্রীতে কাম লোলুপ করিয়া তোলে,—তাহা হইতে সরিয়া যাইবার জন্যই **ভগবান রামকৃষ্ণ** সর্ব্বদা বলতেন—**"কামিনী কাঞ্চন হইতে তফাৎ, তফাৎ, আরও তফাৎ থাক"**। কাঞ্চন যেখানে ভ্রান্ত স্বার্থ অর্থাৎ পারিপার্শ্বিকে বঞ্চিত করিয়া নিজেকে সেবা-মূঢ় অথচ প্রতিষ্ঠার নেশায় প্রতিপত্তি প্রয়াসী করিয়া তোলে, সেই অর্থ হইতেও পরিত্রাণের জন্য, ঐ সাবধান বাণী সর্ব্বদা স্মরণ করা প্রয়োজন।

৩৩

নারীর নারীত্ব কি দিয়ে?

নারী সেই বা তাই যাহা ধারণ করে ও বৃদ্ধি পাওয়ায়। এই ধারণ ও পুষ্ট করানতে নারীর নারীত্ব। নারীর প্রকৃত কাজ শুধু সন্তানকে জন্মান নয়,—তাহাকে মানুষ করিয়া তোলা, এবং পুরুষগণকে এবং সমাজকে শিক্ষিত করিয়া উচ্চতর

সভ্যতায় পৌছান **নারীর ধর্ম্ম**। এই কার্য্য সাধনের জন্য সে বর্ষণ করে' তার স্নেহ, সংযম, আত্মত্যাগ, বিশ্বস্ততা, এবং পবিত্রতা। অতএব সমাজকে জাগ্রত করিতে হইলে, প্রতি গৃহে নারীর দৈনন্দিন জীবনে নারীকেই সেই আদর্শ প্রত্যক্ষ ভাবে প্রতিপালন করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে ;—তার স্বরে, তার ভাষায়, তার দৃষ্টিতে, ও তাহার সমস্ত অপূর্ব্ব মাধুরীর ইন্দ্রজাল দিয়া তাহার প্রকৃত মধুর ভাব সমাজ সেবায় প্রকৃষ্টরূপে নিয়োগ করিতে হইবে। পাশ্চাত্য আদর্শে বিলাশে মুগ্ধ হইয়া বিবিয়ানা করা এই দুর্ভাগ্য দেশের আদর্শ কখনও নয়। জাতি ও সমাজের জননী, তাহার প্রকৃত মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া এই দুর্গতির সময়ে একবার সন্তানের মঙ্গলের জন্য অবশ্য আগুয়ান হইবে,—কারণ সে যে **স্নেহময়ী সহধর্ম্মিণী ও মুক্তির আধার**।

নারীর পতির প্রতি ব্যবহার

সুশ্রুতের বাণী—"পতির দোষ দর্শিনী দ্বেষ্যা কামিনীর সহবাস পতিত্বে ক্লীবত্ব সৃষ্টি করে। আর পুরুষবৃত্তির উদ্বর্দ্ধন বিলাসিনী মনোরমা রমণী পুরুষ শক্তির অফুরন্ত উৎস"। মানুষের জীবনে নারীর এতখানি প্রয়োজন উপলব্ধি করাই প্রত্যেক প্রজ্ঞাবান লোকের সংসারাশ্রমে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য,—কারণ পারিপার্শ্বিকের সচ্ছন্দতা নির্ভর করে, আদর্শ নারীর কর্ম্ম পদ্ধতির উপর। কিন্তু বর্ত্তমান চিন্তা পদ্ধতি এবং কর্ম্মস্রোতের যে ধারা চলিয়াছে, তাহাতে এইভাবের স্বার্থকতা কার্য্যে পরিণত করা বিশেষ কষ্ট সাধ্য হইলেও অবশ্য অবলম্বনীয়। নারীত্ব সার্থক হইবে কেমন করিয়া ? মরণোন্মুখ জীবনে অমৃতের সন্ধান জানিবে কোন্ পথে, কোন নীতি অবলম্বন ক'রে, কেমন করিয়া ? জাতির ভবিষ্যত আশা ভরষার স্থল যুবক যুবতী একবার ভাবিয়া দেখিবে কি !

নারীত্বের পরিচয়

ঋষি বলিতেছেন— "মেয়ে আমার, তোমার সেবা, তোমার চলা, তোমার চিন্তা, তোমার বলা, পুরুষ জনসাধারণের ভিতর যেন এমন একটা ভাবের সৃষ্টি করে, যাতে তারা অবনত মস্তকে, নত জানু হয়ে, সসম্ভ্রমে ভক্তি গদ্ গদ্ কণ্ঠে, মা আমার জননী আমার ব'লে মুগ্ধ হয়, বুদ্ধ হয়, কৃতার্থ হয়, তবেই তুমি মেয়ে, তবেই তুমি সতী।

এই ঋষি বাক্য স্মরণ করিয়া তোমার চরিত্রবল, তোমার চলা ফেরার লক্ষ্য রাখিলে, অবশ্যই এই বাক্য সফল হইবে,—সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায়।

এই নারীত্বের পরিচয় এমনতর ভাবে তোমার ভিতর পরিস্ফুট হউক, যাহাতে তোমার জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দুর্ব্বৃত্তের নিকট ভয়াবহরূপে প্রকাশিত হইয়া তোমার চরিত্র উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত করিয়া মহান আদর্শ স্থাপন করিয়া ধন্য হয়।

(৩৬)

নারীত্বে—মাতৃভাব

জননি আমার—তুমি মানুষের মায়ের-মত আপনার হইতে চেষ্টা কর,—তা. কথায়, সেবায়, ভাবনায় এবং কার্য্যে, **কিন্তু মেশায় নয়**— দেখবে সবই তোমার হইয়া যাইতেছে। এই প্রকার ব্যবহারে কোন কামান্ধ পুরুষ তোমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিতে সাহস পাইবে না। তুমি মায়ের মত তাহাকে স্নেহ করিবে এবং প্রয়োজনমত শাসন করিবে। ইহাও ঋষি বাক্য, এবং অবশ্য পালনীয়।

(৩৭)

নারীত্বে—সেবা পরায়ণতা

সেবা মানে তাই যা মানুষকে স্বস্থ, সুস্থ, উন্নত ও আনন্দিত করিয়া তোলে। যে ব্যবহারে এই ভাবের অপলাপ হয়, তথায় সুশ্রূষা বা সেবার কিংবা পরিচর্য্যার কোন অর্থ হয় না। নারী

সেবাপরায়ণ, তাই সমাজ সেবায় তার স্থান সর্ব্বোচ্চে অবস্থিত। নারীর সেবাই শিশুর গর্ভাবস্থায়, জন্মেরপর ক্রমে স্নেহ ভালবাসার আবেষ্টনে জগতে প্রতিষ্ঠা পরায়ণ হয়। তাই নারী সমাজের **কর্ত্তৃ ও নেত্রী** নামে অভিহিতা ও সর্ব্বকল্যাণ-দায়িনী শক্তির উৎস। এজন্য তার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তিতে জগত অবনত হয়।

(৩৮)

সেবায়—ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতা

মানুষের প্রয়োজনানুরূপ হাব ভাবের উপর লক্ষ্য রাখিয়া ক্ষিপ্রতার সহিত দক্ষতাকে অবলম্বন করিয়া হাব ভাব দেখিয়াই যাহাতে প্রয়োজনকে অনুধাবন করিতে পারা যায়, বোধকে এমনতরই তীক্ষ্ণ করিয়া লইতে চেষ্টা কর। দেখিবে সেবার জয়গানে তোমাকে পরিপ্লুত করিয়া তুলিবে—তুমি সেবা করিয়া ধন্য হইবে।

---

(৩৯)

গৃহস্থাশ্রমে—সুখ ও ভোগ

সুখ অর্থ তাই, যাহা সত্ত্বা বা জীবনটাকে স্বস্থ, সুস্থ, সজীব ও উন্নত করিয়া পারিপার্শ্বিককে-আনন্দপূর্ণ করিয়া তোলে। সুখ ভোগ তখন সেইখানে, যেখানে পারিপার্শ্বিক তাহাকে অভিনন্দিত করে। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে ভোগ হয়, তাহা প্রকৃত সুখপ্রদ হয় না। তাহার কারণ—বিচার পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়ের সেবা করার অভ্যাস না থাকা। **কারলাইল** বলিয়াছেন—"বুদ্ধির সহিত বিবেচনা করিয়া ভোগ কর, নির্ব্বোধের মত কুহকগ্রস্থ হইয়া জীবনকে বিব্রত করিও না"।

---

(৪০)

কুমারীর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ

পিতায় অনুরক্ত থাকা, তাঁহার সেবা ও সাহচর্য্য করা,—তাঁহার সহিত আলাপ আলোচনা

করা, কুমারী মেয়েদের উন্নতির প্রথম ও প্রধান সোপান। **গুরুজনের অসাক্ষাতে তাহারা বয়স্ক ছেলেদের সহিত মেলামেশা করিবে না।** কারণ তাহার **নারীত্বের প্রতিষ্ঠার** জন্য যে অভিজ্ঞতা প্রয়োজন, তাহা তখনও অর্জ্জিত হয় নাই। তাই কামলালসায় সে তাহার সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিতে পারে। বিবেচনার সহিত তাহার চলা, বলা, করার পদ্ধতি সংযত ও সুস্থভাবে পরিচালনা করাই তাহার পক্ষে সঙ্গত ব্যবস্থা। ভারতীয় ঋষি ত্রিকালজ্ঞ অভিজ্ঞতায় পরিণামদর্শী বলিয়াই এই সাবধান বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। আর্য্যবংশীয়া কুমারীগণ একবার চিন্তা করিয়া তাহাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করবার চেষ্টা অবশ্য করবে। কারণ তাহাদের **নিষ্ঠার** উপর সমাজ-কল্যাণ সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

নারীত্বের—বৈশিষ্ট্য

নারীত্বের বৈশিষ্ট্য—তাহার বিদ্যায়, ধর্ম্মজ্ঞানে শুশ্রূষায়, সেবায়, সাহায্যদানে, সংরক্ষণে প্রেরণায় ও প্রজননে। এই বৈশিষ্ট্যের যদি কোন অপব্যবহার হয়,তবে প্রকৃত নারীত্বের স্ফুরণ হইতে পারে না। অতএব সর্ব্বদা এই বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য সাবধানতা অবলম্বনে সাধনা করাই নারীর নীতি। এই **সাধনায় সিদ্ধিলাভে নারী দেবীত্বে পরিণত হয়** এবং তখনই নারী মাতৃ-রূপের সাধনায় অভিভাবিকার স্তরে উন্নীত হন। নারী তাহার বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য স্বাভাবিক চেষ্টাপ্রবণ। সমাজকল্যাণার্থে পুরুষ এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করার জন্য তাহাকে অবশ্য সাহায্য করিবে।

নারীর—পরিজনে ব্যাপ্তি

নারী তাহার নিজত্ব ও বৈশিষ্ট্যে অটুট থাকিয়া **নিষ্ঠাবতী** হইয়া পারিপার্শ্বিকের জীবন ও বৃদ্ধিকে তাহার সেবা ও সাহায্য দিয়া উন্নতির দিকে মুক্ত করিয়া তোলে—তাই **যশস্বিনী** হয় এবং প্রত্যেকের পূজনীয়া ও নিত্য প্রয়োজনীয়া হইয়া পরিজনে ব্যাপ্ত হয়। এজন্য সমাজে শৃঙ্খলা স্থাপিত হয় ও পুরুষ শান্তি লাভ করিয়া তাহাতে তৃপ্ত হইয়া সুখভোগ করিয়া থাকে। নারীই পারিবারিক সুখ-সচ্ছন্দের উৎস—তাই তা পরিজনে ব্যাপ্তির এত আকাঙ্ক্ষা। আদর্শ নাবী প্রয়োজন বোধে স্বামীর কল্যাণে, পরিজন প্রতিজনের কল্যাণে নিজকে বিলাইয়া দিয়া দুঃখ বরণ করিয়া তার প্রিয়ের মঙ্গলের জন্য উৎকণ্ঠার সহিত জীবনের শেষ নিশ্বেষ পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য বিবেচনায় পরিজনে ব্যাপ্ত হইয়া জীবন যাপন করিয়া থাকে। ইহাই ভারতবর্ষীয় নারীর বৈশিষ্ট্য।

নারীত্বে—শিক্ষার ধারা

নারীকে শিক্ষিত করিতে হইলে তাহার ধারা এমনতর হওয়া প্রয়োজন,—যাহাতে তাহারা বৈশিষ্ট্যে বর্দ্ধণশীল, উন্নতিপ্রবণ ও অব্যাহত হয়। তবেই সেই শিক্ষা জীবন ও সমাজকে ধারণ, রক্ষণ, ও উন্নয়নে স্বার্থকতা আনয়ন করিতে পারে। অতএব নারীত্বের বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার শিক্ষাদীক্ষা যেমনতরভাবে হওয়া বাঞ্ছনীয় তাহাই করিবে। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনকে যেমন মেয়েদের মত শিক্ষা অবলম্বন করে বৃহন্নলার আখ্যায় সমাজের অকল্যাণকর আদর্শ স্থাপন করিতে হইয়াছিল, বা অম্বালিকাকে যেমন প্রতিহিংসা পরায়ণ পুরুষভাব ধারণ করায় সমাজের অনেক অকল্যাণ ঘটিয়াছিল, তেমনতর শিক্ষা দিবার ধারা সমাজে প্রবর্ত্তন করা কোনও প্রকারে উচিত নয়।

শিক্ষায়—ভক্তি ও ঈর্ষা

ভক্তি বা প্রেমের আকর্ষণে যে শিক্ষা উদ্ভূত হয়, তাহাই জীবন ও চরিত্রকে রঞ্জিত করিতে পারে। আর পরশ্রীকাতরতা ও হীন বোধ হইতে যাহার উদ্ভব,—তাহা জীবন ও চরিত্রকে অল্পই স্পর্শ করে। বর্ত্তমানে বাঙ্গালী জাতির চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে এই ভাবটিই প্রবল বুঝিতে পারা যায়,—যাহা উন্নতিতে অবাধ থাকার বিরূদ্ধভাব তাহা ত্যাগ করাই সুব্যবস্থা। অতএব ভক্তি ও প্রেমের আদর্শে এই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর দেশে প্রত্যেকেই আদর্শপরায়ণ হইবে আশা করা যায়। নারীর পক্ষে "নদের নিমাই"য়ের নিতাইএর উদাহরণ স্মরণ করিয়া চলাই কর্ত্তব্য। ঈর্ষাপরায়ণ নারী কখনও সমাজের, বা পরিবারের মঙ্গল আনিতে পারে না, তাহার দ্বারা দেশের অকল্যাণই ঘটিয়া থাকে, তাই অম্বালিকার উদাহরণ প্রত্যেকের স্মরণ করা কর্ত্তব্য। ভক্তিদ্বারাই সমাজ কল্যাণ সম্ভব, এবং ভক্তিই বিশ্বপ্রেমের প্রসূতি।

---

(৪৫)

নারীত্বে—লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ

লজ্জা যেখানে পুরুষের মোহকে ডাকিয়া আনে, তাহা দুর্ব্বলতা বা ন্যাকামী। নারীর লজ্জা যদি ঐ পুরুষকে সশ্রদ্ধ, অবনত ও সেবা উন্মুখ করিয়া তোলে, তবে উহা প্রকৃতই তার অলঙ্কার। নারি! তুমি তোমার স্বাভাবিক লজ্জা ও সঙ্কোচবোধকে হেলায় হারাইয়া তোমাকে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিয়া সমাজের অকল্যাণ আনয়ন করিও না। তাহা কোনও প্রকারেও তোমার কর্ত্তব্য বা ধর্ম্ম নয়, ইহাই ঋষি বাক্য ও তোমার একান্ত পালনীয় কর্ত্তব্য।

---

(৪৬)

নারীর—স্বধর্ম্ম লাঞ্ছনা

যখন পুরুষ নারীতে উন্মুখ হয়, তখন নারী যাহা কুড়াইয়া লইয়া নিজেকে সাজাইতে চায়,—আর নারী যখন পুরুষত্বের দাবী

করিয়া তাহার বৈশিষ্ট্যকে তাচ্ছিল্য করে—ও পুরুষের হাব ভাবের অনুকরণ করিয়া তাহারই দাবী করে (অম্বালিকার মত), মৃত্যু তখন উদ্দাম হইয়া উঠে। অতএব ভগবৎ প্রদত্ত আশীর্ব্বাদরূপ বৈশিষ্ট্যকে হতশ্রদ্ধায় লাঞ্ছিত করিও না এবং মৃত্যুর উদ্দাম আন্দোলনকে প্রশ্রয় দিও না।

---

(৪৭)

নারীর—অবরোধ ও অবগুণ্ঠন

দুঃশীলতার অবরোধ ও অবগুণ্ঠন নারীর প্রকৃতই অবরোধ ও অবগুণ্ঠন। চরিত্র পরি-মার্জ্জিত ও পবিত্র হইলে,—মাতৃত্ব প্রকৃতই প্রকট হইলে,—মা চিরদিনই উন্মুক্ত ও উজ্জ্বল প্রকৃতি লইয়া সংসারে চলেন। তাহার অবরোধ ও অবগুণ্ঠন সমাজ চিরদিনই তুলিয়া রাখিয়াছে। তাই সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি রমণী-শ্রেষ্ঠের আদর্শ, এই দেশের নারীসমাজকে সুশ্রদ্ধায় পুরুষগণকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে।

নারীর—চরিত্রানুসন্ধান

ঋষি বলেন—"তোমার চাহনি, চলা, হাসি, কথা, আচার ব্যবহারকে এমনতর ভাবে চরিত্রগত করিতে চেষ্টা করিবে, যাহাতে সাধারণতঃ পুরুষ মাত্রেরই ভক্তি, সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা, আকর্ষণ করে। কিন্তু যখনই দেখিবে, কোন পুরুষ তোমার প্রতি কাম লোলুপ ইঙ্গিত করিতেছে, তখনই তোমার চরিত্রকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিও,—গলদ কোথায়,—আর কেন এমন হইতেছে! যদি দুর্ব্বলচিত্ত পুরুষ এমনই ব্যবহার করিয়া থাকে, তবে তোমার প্রতি ভয় ও সম্ভ্রমই ইহার উত্তম প্রতিষেধক। প্রতি-নিয়ত এইভাবে দেখিতে অভ্যাস করিলেই—ক্রমে এমন ক্ষমতা অর্জ্জিত হয়, যে মানুষের মুখ দেখিলেই তার চলা, বলা ও করার রকম ধরা পড়িয়া যায় এবং নিজেকে সেইভাবের মধ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথকরূপে রাখা সম্ভব হয়।

উৎসবাদিতে পুরুষ সাহচর্য্য

পিতা কিম্বা পিতৃস্থানীয় গুরুজন উপযুক্ত ছোট কিম্বা বড় ভাইর সহিত খেলা-ধূলা, গীতিবাদ্য, উৎসব, বা ভ্রমণ করাই শ্রেয়। ইহাতে কুমারী-দের বিপৎপাতের সম্ভাবনা কমই ঘটিয়া থাকে। যতক্ষণ এমনতর সামর্থ্য অনুভব না কর, যাহাতে পুরুষ মাত্রেই তোমার কাছে সসম্ভ্রমে অবনত হইবেই, ততক্ষণ তুমি সাবধানতা অবলম্বন করিয়া চলিবে। কারণ উহা তোমার জীবনের বৃদ্ধি ও উন্নয়নের সহায়ক। বর্ত্তমান সমাজে যে প্রকার অবাদ সংশ্রব পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে সমাজের প্রভূত অকল্যাণ সাধন হইতেছে, ইহা প্রায় সকলেই বেশ অনুভব করিতেছেন। প্রতিকার মানসে ঋষিবাক্য পালনই বিধি। কারণ পাশ্চাত্য ঋষিগণ আর্য্যঋষিদের বাক্য অনুধাবন করিতে বাধ্য হইয়া সমাজ সংস্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

নারীর—সাজ-সজ্জার প্রয়োজন

তোমার সাজসজ্জা, পরিচ্ছদ, চলন ও চরিত্র এমনতর হওয়া উচিত—যাহা পুরুষের মনে একটা উন্নত, পবিত্র, সৎভাবের সৃষ্টি করে। ইহা সুপ্রজননের ও মানুষকে শ্রদ্ধাদীপ্ত করার একটী উত্তম উপকরণ হইয়া দাঁড়ায়। ইহার বাহুল্যকে ডাকিয়া আনিয়া বিড়ম্বনা ও লাঞ্ছনার সৃষ্টি করা সঙ্গত নয়। অতএব সাজসজ্জায় সাবধানতা অবলম্বন করাই সর্ব্বাংশে উত্তম ব্যবস্থা। বেশ বিন্যাসে পরিপাটি বয়স্ক প্রবীণাকে পমেটম্ প্রভৃতি মাখিয়া মুখখানাকে এনামেল্ বা গিল্ট করিয়া পুরুষকে কামপ্রবণ করার আদর্শ আর্য্য-ভূমিতে কি শোভা পায়! অতএব তাহার সাজ-সজ্জায়, পোষাক পরিচ্ছদে, চলন ও চরিত্রে সর্ব্বদা সাবধানতা অবলম্বন করিয়া চলিলে সমাজের কল্যাণ হইবে। সমাজ কল্যাণই নারী জীবনের উদ্দেশ্য।

নারীর—পুরুষাকাঙ্খা

স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক মিলন প্রভাব উভয়ের সংস্রবে আসাতেই উদ্দাম করিয়া তোলে। কিন্তু যখনই দেখিবে পুরুষ সংশ্রব তোমার ভাল লাগিতেছে—অজ্ঞাতসারে কেমন করিয়া পুরুষের ভিতর যাইয়া তোমার মন আলাপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছে, তখনই বুঝিও পুরুষাকাঙ্খা—জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক তোমার ভিতর মাথা তুলিতেছে—তথাপি **নিজেকে সামলাইয়ো ও দূরে রাখিও! অন্যথায় অমর্য্যাদা তোমাকে কলঙ্কিত করিতে ক্রুটী করিবে না।** আকাঙ্ক্ষার স্বাভাবিক গতি লক্ষ্য করিয়া তাহাকে সংযত করিয়া চলিবার পদ্ধতি শিক্ষা করাই নারীর ধর্ম্ম।

(৫২)

কামে কাম্য

কাম চায় তাহার কাম্যকে নিজের মত করিয়া লইতে—সে সুখী হয় কাম্য যদি তাহার জগৎ-খানি লইয়া তাহাতে নিমজ্জিত করিয়া দেয়। কাম কাহারও পানে ছুটিতে জানে না—তাহার শিকারকে আত্মসাৎ করাই তাহার প্রকৃতি ও তাহাতেই তৃপ্তি—এবং এই জন্য তাহার বৃদ্ধি নাই—জীবন ও যশ সঙ্কোচশীল ও মরণ-প্রাসাদে তাহার স্থিতি,—তাই সে পাপ, দুর্ব্বলতা, চঞ্চল, অস্থায়ী ও মরণ প্রহেলিকাময়। অতএব নর-নারী সাবধান হইয়া কামকে কাম্য করিয়া চলিও না, বরং উহা ভালবাসার উৎসে ফেলিয়া ধুইয়া প্রেমের বন্যায় ছাড়িয়া দিয়া জীবনকে তৃপ্ত করার প্রয়াস পাইও। এইরূপ চলাই জীবনের অবলম্বন ও শান্তি প্রদ এবং মঙ্গল প্রসূ।

(৫৩)

ছদ্মবেশে কামের প্রকাশ

প্রণয় যখন ঈর্ষাকে ডাকিয়া আনে, তখন বুঝিবে প্রকৃত কাম প্রেমের মুখোস পড়িয়া দাঁড়াইয়া আছে। অতএব খুব সাবধানতা অবলম্বন পূর্ব্বক বিবেকের সাহায্যে বিচার পূর্ব্বক কামের রাজ্যে প্রেমকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাই অবাধ রাখিবে। এরূপ কামের প্রভাব সর্ব্বতভাবে কর্ত্তন করিবে। অন্যথায় তোমার সর্ব্বনাশ মুহুর্ত্তের মধ্যে ঘটিবে,—সকল প্রকারে,—সকল ভাবে কামের সহিত জীবনব্যাপি দন্দ্বই কৃতকার্য্যতা আনিয়া দেয়,—তাই মনের সন্ন্যাস আনিয়া এই দন্দ্বের মধ্যে সাবধান থাকাই কর্ত্তব্য কার্য্য। নারী! তোমার কর্ত্তব্য বিবেচনায় কামের কুহকজাল কর্ত্তন করিয়া মুক্ত হয়ে এবং শাপদবহুল মনুষ্যসমাজে তোমার চলা বলা ও করার সামঞ্জস্য রাখাই বিধি।

(৫৪)

নারীত্বে—পুরুষের উদ্দীপ্তি

নারী যতই তার বৈশিষ্ট্যে মুক্ত হইবে, পুরুষে সেই সংঘাত সংক্রামিত হইয়া পুরুষত্বকে ততই উদ্দাম ও উন্নত করিয়া তুলিবে। আর পুরুষের পুরুষত্ব যতই অনাবিল ও উন্মুক্ত হইবে, নারীত্বে তাহা সংক্রামিত হইয়া তাহার বৈশিষ্ট্যকে সার্থক করিয়া তুলিবে। প্রকৃতি ও পুরুষের ইহাই স্বাভাবিক লীলা। স্বভাবে বৈশিষ্ট্য স্মরণ করিয়া কার্য্য করাই মানবের ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য।

(৫৫)

নারীর—সেবায় সংস্রব

যেমন প্রকারে যতটুকু সম্ভব সদাই সেবা করিবে। কিন্তু উপযুক্ত স্থান ব্যতীত পুরুষে সংস্রবে যাইবে না। অপ্রীতিকর অস্বাভাবিক সংশ্রবই ধ্বংস আনয়ন করে,—তাই বিবেকবাণী দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য্য করাই মানবের

কর্ত্তব্য। সেবায় অপ্রতিকর অস্বাভাবিক সংশ্রব দেখিলেই **ডাইনির কুহক জাল** বিস্তারের চেষ্টা বুঝিবে। অবএব খুব সাবধানতা সহকারে জীবন পথে অগ্রসর হইবে।

---

(৫৬)

ভালবাসার আবিষ্কার

একমাত্র ভালবাসাই তার প্রিয়ের জীবন, যশ, প্রীতি ও বৃদ্ধিকে উন্নতির পথে চালিত করিতে হইলে কি করিতে হইবে, তাহা আবিষ্কার করিয়া বাস্তবে পরিণত করিতে পারে। সংশ্রবে আসিয়া তাহার চাল, চলন, হাব, ভাব ও কার্য্য-পদ্ধতির মধ্যে যে স্বাভাবিক ভালবাসার উৎস বুঝিতে পারা যায়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিবেচনার সহিত প্রকৃত ভালবাসা, যাহা প্রেমের উৎস, তাহা নির্দ্ধারণ করিবে। ভ্রান্ত প্রহেলিকাময় রাস্তায় গমন করে নিরুপায় হইয়া জীবনকে দুর্ব্বহ করিও না।

নারীর মাতৃত্বে ব্রহ্মচর্য্য

মেয়েরা বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কুমারী অবস্থায় ব্রহ্মচারিণী হইবে। প্রাচীন হিন্দুদের জীবনযাপনের চারিটী পবিত্র স্তর বিভাগ ছিল।

যথা—(১) ব্রহ্মচর্য্য
(২) গার্হস্থ্য
(৩) বাণপ্রস্থ
(৪) ভৈক্ষ বা যতি

এই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম যে কেবল বালকদিগের একমাত্র পালনীয় তাহা নহে। বালক ও বালিকা উভয়ের পক্ষেই পালনীয়। বালকদের পক্ষে যেমন অষ্টম বৎসর হইতে ষট্ত্রিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত পালনীয়, তেমনি বালিকাদিগের জন্য ঐ ব্যবস্থা প্রশস্ত। বয়স, কাল, শিক্ষা এবং অবস্থার তারতম্য অনুসারে এই সময়ের কিছু পরিবর্ত্তন হওয়া স্বাভাবিক। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম গ্রহণ করার উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা প্রতারিত না হইয়া

মনের স্থিরতা আনয়ন করা। মন স্থির হইলেই বুদ্ধির উন্মেষ হয়, বিবেক বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত মন ব্রহ্মের সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করে। এইরূপ অবস্থায় চিত্ত-চাঞ্চল্য কম হয়, এবং চরিত্রের উৎকর্ষতা লাভ সম্ভব হয়। কেবলমাত্র ব্রহ্মচর্য্যের উপর প্রতিষ্ঠিত গার্হস্থ্য জীবনযাপনে সৎপুত্র লাভ হয়। সেই পুত্রের দ্বারা বর্ত্তমান ও ভাবী বংশধরদের মঙ্গল সাধন হইয়া থাকে এবং পুর্ব্বপুরুষগণের নরক যন্ত্রণার অবসান হয়।

পুরাণ গ্রন্থাদির কাল্পনিক কাহিনী শ্রবণ করিয়া অনেকের আবার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ব্রহ্মচারী হইতে বলিলেই, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করিয়া অরণ্যে যাইয়া কঠোর ব্রতাবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে। অথবা চিরকাল অবিবাহিত থাকিয়া জীবনযাপন করিতে পারিলেই ব্রহ্মচর্য্য পালনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। এইরূপ ধারণা বাস্তবিক ভ্রমাত্মক। কেবল বনাশ্রম গ্রহণ করিলেই যদি সমদমাদি গুণযুক্ত হইতে পারা যাইত, তাহা হইলে গৈরিক বসনধারী

ত্রিশূলহস্ত, বনচারী ও উদাসীনের কখনও রাগ, ক্রোধ থাকিত না। আর যদি চিরকুমার বা চিরকুমারী থাকিলেই ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হইত, তবে ব্যাস, জনকাদি মনীষিগণ সন্তানের জনক হইয়াও আদর্শ ব্রহ্মচারী নামে আখ্যাত হইতেন না। যিনি প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তির কারণ পরিমিত পানাহারে রত থাকেন, তিনি বস্তুতঃ ভোগ বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য কিছুই করেন না। তিনি সংসারে থাকিয়া অনাসক্ত এবং প্রকৃত সুখভোগ তাঁহার করতলগত। বিবাহ না করা ব্রহ্মচর্য্যের পন্থা নহে, বরং উহা ভগবানের সৃষ্টির নীতিবিরুদ্ধ। অধিকন্তু যিনি বিবাহিত হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিকে বশে রাখিতে সমর্থ, তিনিই আদর্শ ব্রহ্মচারী।

ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্মচারিণী তাহার স্রষ্টার নিয়ম মানিয়া চলিবেন। এজন্য প্রকৃতির বিভিন্ন ভাবের বিকাশ ও তাহার তাৎপর্য্য অনুভব করিয়া গার্হস্থ্য আশ্রম গ্রহণ করিবেন। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করার পূর্ব্বে দেহ, মন ও আত্মা—এই তিনের সামঞ্জস্য

আনয়ন করিতে হয়। দেহকে কর্ম্মের দ্বারা, মনকে বিজ্ঞানানুশীলনের দ্বারা এবং আত্মাকে চিন্তার দ্বারা বা উচ্চভাবের দ্বারা উহার গতিশক্তির প্রভাবে ঊর্দ্ধদিকে চালনা করিয়া স্থির রাখিতে হইবে। ইহাই গার্হস্থ্য জীবনের চরম উৎকর্ষতা লাভের ভিত্তিস্বরূপ। ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইলেই, রমণী আদর্শ মাতার স্থান অধিকার করিয়া বংশের ও সমাজের উপর সর্ব্বতোভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া সংসারে শান্তিস্থাপন করিতে পারেন।

(৫৮)

নারীত্বে—স্বজাতীয় বিদ্বেষ

মেয়েদের মধ্যে সাধারণতঃ দেখা যায় স্বজাতিতে অসহানুভূতি ও উপেক্ষা প্রবন,—আর এই ভাবের অনুসরণে দোষ দৃষ্টি, ঈর্ষা প্রবণতা আক্রোশ ও পরশ্রীকাতরতা আসায়—অন্যের

অপ্রতিষ্ঠা আনিতে গিয়া নিজের প্রতিষ্ঠাকেও নষ্ট করিয়া ফেলে। অতএব এরূপ অনুকরণ কখনও করিবে না। অন্যায়কে অনাদর করিয়াও, বোধ ও অবস্থার দিকে তাকাইয়া সহানুভূতি ও সাহায্য প্রবণ হইও—খ্যাতি তোমার দাসী হইবে।

(৫৯)

নারীত্বে—শিল্প ব্রত

ব্রতের মধ্যে নারীর পক্ষে শিল্প ব্রতের অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ এমন কিছু শিল্প ব্রত অভ্যাস করা চাই, যাহা খাটাইয়া অন্ততঃ পক্ষে নিজের, অশক্ত হইলে স্বামীর বা সন্তান সন্ততির পেটের ভাত, পরণের কাপড় এবং অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সংস্থাপন করিতে পারে। অনটন না থাকিলেও নারীর পক্ষে কিছু উপার্জ্জন সংসারকে উপঢৌকন স্বরূপ দেওয়াই উচিত। ইহাতে আত্ম প্রসাদ লাভ হয়—অন্যের গলগ্রহ হইবার ভয়

থাকে না—তাচ্ছিল্যের পাত্রী হইবে না—আদর ও সম্মান অটুট থাকিবে। দেশের শিল্পোন্নতি তখনই হয়, জাতীর নিয়ন্ত্রী জননীদের যখন কর্ত্তব্য জ্ঞান আসে, এবং তাহা কর্ম্মে প্রকাশ পায়। অন্যথায় শিল্পোন্নতি মুখের কথা মাত্র।

(৬০)

নারীত্বে—শুচি ও পরিচ্ছন্নতা

সর্ব্বদা শুদ্ধ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে—মন প্রফুল্ল হইবে,—জীবনে তৃপ্তি বোধ করিবে। ময়লা দুর্গন্ধ বা আলুথালু না থাকে এমনতর ভাবে দেহ ও গৃহ কার্য্য সজ্জিত করিয়া রাখিবে,—দেখিলেই যেন সুন্দর স্বস্তিকে অনুভব করা যায়। তাহা বলিয়া শুচিগ্রস্থ রোগী হইবে না—স্বাস্থ্য ও তৃপ্তি তোমাকে অভিনন্দিত করিবে।

(৬১)

নারীত্বে—ক্ষুধা বোধ

যদি প্রকৃতই উদ্যমী ও অলসতাহীন হইবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে ক্ষুধাকে বিসর্জ্জন দিওনা। কারণ ক্ষুধাই ভুক্ত আহার্য্যকে পুষ্টির উপযোগী করিয়া লয়। আর এই পুষ্টিই শক্তির ইন্ধন! কারণ—শরীর রক্ষার জন্য পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করিবার জন্যই ক্ষুধার উদ্রেক হয়,—এবং ঐ খাদ্য দুষ্পাচ্য না হইলে, সহজে হজম হয় ও শারীরিক বল বৃদ্ধি করে।

(৬২)

নারীর আহার্য্য

আহার্য্য এমনতর হওয়া উচিত, যাহা পরিপাক করিয়া ক্ষুধা মাথা তোলা দিতে পারে—আর পরিপাকের ফলে উপযুক্ত পুষ্টি আনিয়া

দেয়। আহার্য্য বস্তুর সহিত মনের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। অতএব মনের মত আহার্য্য না হইলে, উহা পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাৎ ঘটাইয়া অনিষ্ট করে। উত্তেজক দ্রব্য আহার করা নিশেধ,—কারণ উহা স্বাস্থ্যহানি করে। যে অন্নের মাড়-গালা হয় না, হিঞ্চে, নিম্ব বা উচ্ছে যাহা মাঠে ঘাটে জন্মায়—মুগ, মুসর, অরহর বা বুটের ডাল যাহা সহজে হজম হয়, ঘৃত বা দধি দুগ্ধ যাহা সুপাচ্য, তাহা প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে পরিমিত ভাবে গ্রহণ করাই উত্তম ব্যবস্থা। অতিরিক্ত ঝাল বা মসলা ব্যবহারে পেটের অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকে। প্রত্যহ প্রাতে হাত মুখ ধুইবার পর—একটী থানকুনী পাতা ডগা সহিত চিবাইয়া গিলিলে মুখের বা জিহ্বার ময়লা কাটে এবং অন্ত্রপ্রদেশের—আমাশয় রোগ নিবারিত হয়।

(৬৩)

নারীত্বে—ভালবাসার লক্ষণ

প্রকৃত ভালবাসা বা প্রেম চির বহনশীল, চির সহনশীল, তাই প্রেমাস্পদকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সহিয়া থাকে ও বহিয়া থাকে,—বিরক্ত হয় না—অবশ হয় না—দুর্ব্বল হয় না। এমনি ক'রে সর্ব্বতোভাবে সহ্য করিয়াও বহিয়া থাকে,—ইহাতেই তার আনন্দ, উদ্যম ও উৎফুল্লতা—সে কখনও তাহাকে প্রেমাস্পদের অধীন ভাবিতে পারে না।

(৬৪)

স্ত্রীপুরুষের মিলন সমস্যা

স্ত্রীপুরুষের মিলন সমস্যা বুঝাইতে হইলে পুরুষ ও নারীর ধর্ম্ম বা প্রকৃতি কি, তাহাই সম্যক উপলব্ধি করা প্রয়োজন। পুরুষ বলিতে এক কথায়

তাহাকেই বুঝায় যে বা যা নাকি পূরণ স্বভাব সম্পন্ন। কারণ পুরুষ আসিয়াছে পুর্ ধাতু হইতে, পুর্ ধাতুর অর্থ পূরণ করা (পুরয়তি যঃ সঃ পুরুষ ঃ—শব্দ কল্পদ্রুমঃ) এখন দাঁড়াইল—পুরুষ তাই, যাহা পরের অভাব পূরণ করে। অপরকে স্বার্থক করা উন্নত ও কৃতার্থ করাই পুরুষের পুরুষত্ব। পুরুষ যখন পুরুষত্ব হারাইয়া নিঃস্ব হইয়া পড়ে, তখন সে নারীতে তার আশ্রয় হারায়,—নারীর নারীত্বকে আর উদ্দীপ্ত করিতে পারে না—এজন্য ঐ নারীর ভক্তি প্রেম প্রভৃতিও হারায়। নারীও নরের পার্থক্য—একটী বৃদ্ধি পাওয়ায়, অপরটী বৃদ্ধি পায়। একটী যেন মাটি, আর একটী যেন বীজ। একটি চরিষ্ণু (positive prominent) প্রকৃতি। আর একটী স্থাস্নু (Negative prominent) প্রকৃতি। সুপ্রসিদ্ধ রুশীয় প্রাণিতত্ত্ববিদ্ **প্রফেসর কোলজফ্** (Prof. Nicholas Kolez off) বহু বিজ্ঞান সম্মত পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—চরিষ্ণু শুক্রকীট (positive prominent sperm cell) হইতে পুঃ সন্তান এবং

স্থায়ু শুক্রকীট (negative prominent sperm cell) হইতে স্ত্রী সন্তান উৎপন্ন হয় (১৯৩৪ খৃঃ ২৬ শে জুন তারিখের অমৃত বাজারে উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ হয়)। স্ত্রী পুরুষ মিলনাকাঙ্ক্ষায় স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। তাহার কারণ, পুরুষ চায় নারীতে বিশ্রাম করিতে,—নারী চায় পুরুষকে স্বস্থ করিতে, সুস্থ করিতে, বৃদ্ধি পাওয়াতে। শরৎ কালের রৌদ্রে লোক যেমন ছায়ার অভিলাষী হয়,—পিপাসু যেমন জল চায়,—ক্ষুধিত যেমন অন্ন-লোলুপ হয়,—শিশু যেমন মাতাকে এবং মাতা যেমন শিশুকে চায়,—নারী তেমন নরকে এবং নর তেমনি রমণীকে চায়। যেখানে নারী তার এই আদিম স্বভাবকে অতিক্রম করিয়াছে, সেই খানে সে তার ব্যর্থতার আলিঙ্গনে বিধ্বস্ত,বিব্রত,বিকৃত হইয়াছে। নারীর নারীত্ব সেইখানে স্বার্থক হয়,—যেখানে তার পোষণ, তার বুদ্ধি, তার চিন্তায়, পুরুষকে এমনতর ভাবে পুষ্ট করিয়া—তার স্বার্থকতা আনে,—যাতে পুরুষ নারীর কাছে আনত হ'য়ে দুনিয়াটাকে এমনতর ভাবে সেবা করে, যে জয়ের মুকুট মাথায় দিয়ে

সে তার নারীর সম্মুখীন হয়ে, তার দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হয়—তাই পুরুষ তাহার জীবনের স্বার্থকতা দেখতে পায়। আর নারী চায়,—তার পুরুষকে প্রাণের মুকুট মাথায় পরিয়ে দেখতে—এতেই নারীর বৃদ্ধি ও পুষ্টি হয়। তাই যাজ্ঞবল্ক সংহিতায় আছে—"যত্রানুকূল্যং দম্পত্যো। স্ত্রিবর্গস্তত্র বর্য্যতে" —যেখানে স্বামী স্ত্রীর পরস্পর আনুকুল্য সেখানে ত্রিবর্গ (অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম) সার্থক হয়। আবার দক্ষ সংহিতায় আছে—"পত্নীমূলং গৃহং পুং সাং যদি ছন্দোঽনু বর্ত্তিনী"—পত্নীই পুরুষের গৃহসুখের মূল—যদি সে ছন্দানুবর্ত্তিনী হয়। ঋগবেদ বর কন্যার পাণি গ্রহণের মন্ত্রে ব'লেছেন—"তোমা হইতে সৌভাগ্যের অধিকারী হইব এবং তুমি সুদূর বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত আমার সহবাসে বাস করিবে বলিয়া তোমার পাণি গ্রহণ করিতেছি।"

নরনারীর অধিকার ভেদ

নরনারীর অধিকার তাহাদের প্রকৃতিগত স্বভাব হইতেই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যেমন সন্তান দুধ খেয়ে খুসী, আর মা মাই মুখে ঠেলে দিয়েই খুসী। নারীর স্বাধীনতা তার বৈশিষ্ট্যে—আর এই বৈশিষ্ট্য যেখানে আলু-লায়িত হয়ে উঠে—মধুর হয়ে উঠে—প্রেরণা পরিপুষ্ট হ'য়ে উঠে,—আর তার মুক্তি ইহারই স্বার্থকতায়। শরীরে, মনে, ভাবে, চরিত্রে, নর ও নারী পৃথক। প্রকৃতির বিবর্ত্তনের লক্ষ্যই এই বৈশিষ্ট্যকে ফুটাইয়া তোলা—তাহাকে ধ্বংস করা নহে। কৃত্রিমতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দুইটীকে এক করিয়া তোলা নহে—উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকিবেই। তাই বলিয়া কেহ কাহারও চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা হীন নহে। **নারীর জীবন মাতৃত্বে কেন্দ্রীভুত এবং নারীই জাতীর নিয়ন্ত্রী।** নারীর সমস্ত সহজাত সংস্কার ও প্রবৃত্তি, জ্ঞাত বা

অজ্ঞাতসারে তাহাকে সেই দিকেই চালিত করে। **রাসেল** ও জাতির দিক দিয়া ইহার সত্যতা ও স্বার্থকতা স্বীকার করিয়াছেন (Principle of Social Reconstruction—B. Russel)। যে নারী যে নরের বৃত্তিগুলি লইয়া সন্তুষ্ট, পুষ্ট ও সম্বর্দ্ধনে যত্নবতী, সেই নরনারীর মিলন শুভ—মহাপুরুষগণ এই উক্তি সমর্থন করেন। কারণ এই প্রকারের নারী, সেই পুরুষকে যেমনতর ভাবে সম্বর্দ্ধিত করিয়া তাহার বংশবিস্তার করে—সেই-রূপেই তাহার পরিনতি। তাই নারীর অন্তর্নিহিত ঝোঁক—মাতৃত্বের বিকাশে বৃদ্ধি পাওয়ানর দিকে—কারণ, তাহার প্রকৃতিই এই প্রকার ঘটায়। সে চায় তার পুরুষকে তাই করিতে, যাতে তার পুরুষ সর্ব্বতোভাবে বৃদ্ধিশীল হয়—কারণ, ঐ পদ্ধতির উপরে নারীর উৎকর্ষ নির্ভর করে। প্রকৃতি নারীকে এমন ভাবেই সৃষ্টি করিয়াছে, যাহাতে তাহার সৃষ্টিকারিনী শক্তি এবং প্রাণের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা প্রধানতঃ সন্তান গঠনেই কেন্দ্রীভূত। যতদিন নারীর নারীত্ব বোধ থাকে, ততদিন

ঐরূপেই প্রকাশিত হইতে বাধ্য। এই স্বভাবের ব্যতিরেকে অস্বাভাবিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা হইলে জাতীর অমঙ্গল ঘটিবে। নর যদি শিখণ্ডির আদর্শ বরণ করে, তাহাও সৃষ্টি রক্ষার প্রতিকূল ব্যবস্থা। অতএব নরনারী তাহাদের প্রাকৃতিক বৈলক্ষণ্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া জাতির কল্যাণ সাধন করিবে।

(৬৬)

স্ত্রীপুরুষের মিলন

পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্ত্রীপুরুষের মিলন একটী প্রাকৃতিক ক্ষুধা মাত্র। উভয়ে উভয়ের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া উভয়ের বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়ানকে (being & becoming) পাকা ও অবিচ্ছিন্ন (solid & continuous) করিতে চায়। তাই মনোবৃত্ত্যানুসারিণী স্ত্রী পুরুষের জীবন প্রদ, স্থৈর্য্যপ্রদ ও শক্তিপ্রদ—এই জন্যই আর্য্যগণ

স্ত্রীকে শ্রী বা লক্ষ্মীরূপিনী বলিয়া অভিহিত করেন। শ্রী অর্থে তাহাকেই বোঝায়, যে সর্ব্বতোভাবে সেবা করে,—যাহার সেবায় জীবন তুষ্ট, পুষ্ট ও অক্ষুণ্ণত থাকেই—বরং বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায়। পুরুষকে এমনতর ভাবে সেবা করাই স্ত্রী প্রাকৃতির স্বার্থ—কারণ, ইহাই তাহাদের জীবনের তুষ্টি ও পুষ্টির একমাত্র সোপান। এজন্য পুরুষের পাওয়ার আনন্দ—আর স্ত্রীর দেওয়ায় তৃপ্তি বা সুখ।

(৬৭)

নারীর বিবাহে বিচার

আদর্শানুপ্রাণতা যদি নারীকে উদ্দাম করিয়া তুলিয়া থাকে—যদি তার আদর্শানুকারী এই নারীর হৃদয় স্বাভাবিকভাবে দখল করিয়া বসে—এবং আর কাহাকেও স্থান দিতে না পারে,—তাহাতে যদি পারিপার্শ্বিক ও জগতে প্রতিষ্ঠা করার উন্মাদনা অটুট ভাবে ধরিয়া

থাকে,—মনে হয় বিবাহ না করিয়াও জীবন পুণ্য ও পবিত্রতায় অতিবাহিত করিয়া সবাইকে উজ্জ্বল করিয়া—উজ্জ্বলতর হইতে পারিবে, তবে নিজেকে বুঝিয়া দেখিও,—যদি আবিলতা দেখিতে পাও,—তোমার বিবাহে ব্রতী হওয়াই শ্রেয়ঃ।

(৬৮)

মাতৃত্বের খর্ব্বতার প্রস্তাব ভয়াবহ

ঋষি বলিয়াছেন—"মাতৃত্বেই নারীর চরম স্বার্থকতা"। কিন্তু অনেকে বর্ত্তমানে এই ধারণাটি তাচ্ছিল্যের চোখে দেখিতেছেন, এবং মাতৃত্বকে নারিত্বের কলঙ্ক স্বরূপও মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। জাতীর ধ্বংসের সময় এই প্রকার ধারণা আসা স্বাভাবিক,—তাই এই বিষয়টি সম্যক আলোচনা করার প্রয়োজন হইয়াছে। আমেরিকায় কোন কোন স্থানে মেয়েরা মাতৃত্ব বর্জ্জিত হইবার জন্য ডিম্ব-কোষ কর্ত্তন করার ব্যবস্থা

করিতেছে। এ দেশেও এই প্রকার বাতিকগ্রস্ত ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। মনে রাখা উচিত—ঋষি **বলিয়াছেন—"যারা মাতৃত্বকে খর্ব্ব করিয়া নারীত্বের প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তারা নারী নয়, সর্ব্বনাশী**। নারী তার বৈশিষ্ট্য হইতে বিচ্যুত হয়ে, একটা অস্বাভাবিক জীবনের স্বপ্ন দেখে—যাহা কখনও সম্ভব নয়—পেতে পারেনা—তাহার আশায়,দুর্দ্দশায় তার সহজাত সংস্কার হওয়া ছাড়া, আর উপায়ান্তরই থাকেনা—এতে সমাজে ও একটা অস্বাভাবিক অপুষ্টিকর সংকীর্ণতার গণ্ডি সৃষ্টি করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয় মাত্র। যে সমস্ত নারী বিবাহ ও মাতৃত্বকে হীন চক্ষে দেখে, তাহাদের চরিত্রে নানাপ্রকার অস্বাভাবিক দোষ লক্ষিত হয়। তারা সকলের নিকট খেলো হয়,—পুরুষ ভাবাপন্ন হয়,—বিলাসিতাও জমকালো রকমে বৃদ্ধি পায়। আবার পুরুষকে জয় করিতে ও তাহার উপরে নানাপ্রকার অন্যায় আধিপত্য করিতে অনেকের রুচি জন্মে। অতিত ও ভবিষ্যত সম্বন্ধে অন্ধতা ও

বর্ত্তমান সুখ ভোগেই বেশী আসক্তি দেখা যায়। নিজের জননীত্বের কথা ভুলিয়া গিয়া সে ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খার পথে চলিতে থাকে। নানা বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া পুরুষের নিরপেক্ষতা আনিবার জন্য, —পুরুষ সুলভ চরিত্রের অনুকরণে ব্যর্থতা নিয়ে আসে। বহুপ্রকারে অস্বাভাবিক কল্পনা পরায়ণ হইয়া সর্ব্বদাই তাদের স্বার্থকতা আশা করে, কিন্তু কখনও তাহা পায় না। সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা সংস্কার ইত্যাদি নানা দিকেই ভাগ্য পরীক্ষা করিতে যায় এবং যাহা করার যোগ্যতা তাহার ভিতরে নাই, তাহাতেও যত্ন পরায়ণা হইয়া যে অনুভূতি তার জীবনে কখনও হয় নাই, তাহারই উদ্দীপনার আশা পথে সে ধাবিত হয়,—এবং ক্রমে নিরাশায় ম্রিয়মাণ হয় মাত্র, এই উক্তি সুবিখ্যাত লেখক—জি, এস্, হলের "ইউথস্" নামক পুস্তকে দেখা যায়।

অকাল মাতৃত্ব

বর্ত্তমানে শিশু মৃত্যু ও প্রসূতী মৃত্যু যে ভয়াবহরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার জন্য অকাল মাতৃত্বই প্রধানতঃ দায়ী। সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের অপরিণামদর্শীতার ফলে, এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। ইহার প্রতিকার কল্পে সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

বাঙ্গালাদেশে কত অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ হয়, তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। ইং ১৯২১ সনে যে লোক গণনা হইয়াছে তাহা হইতে এই দেশের হিন্দুসমাজে কত বয়সের কত শিশু বা বালিকা বধু আছে এবং উহার অনুপাতে বাল-বিধবার সংখ্যা দেখিলেই বিষয়টীর গুরুত্ব বুঝিতে পারা যায়।

বঙ্গদেশে বয়স অনুযায়ী বালবিধবার সংখ্যা কি ভয়াবহ

(ইং ১৯২১ সনের গণনা হইতে উদ্ধৃত)

বয়স		শিশু বা বালিকাবধূ সংখ্যা	বালবিধবা সংখ্যা
১ বৎসরের কম বয়সের		২৮৩	৪৫
১ হইতে ২ বৎসরের কম বয়সে		৪১৭	২৫
২-৩ বৎসরের কম বয়সে		১,১১৬	১২৪
৩-৪	—	২,৩৭৪	৩২৫
৪-৫	—	৩,৭৩৫	৯২০
৬-১৫	—	১,২১,১৭১	৮,৭৫১
১০-১৫	—	৫,৬৫,৬৮৭	৩৬,৩২৩

দেশের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বপ্রকারে এই বাল্য বিবাহ নিবারণের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে চেষ্টা না করিলে, ভবিষ্যতে বাঙ্গালী জাতীর অস্তিত্ব পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে লোপ পাইবে। এ বিষয় একবার চিন্তা করা প্রত্যেক শিক্ষিতা মাতার অবশ্য কর্ত্তব্য। মাতাই জাতীগঠনের প্রধান সহায়। মাতা

শিশুকে যেরূপ ভাবে ইচ্ছা, তদনুরূপ প্রস্তুত করিতে সক্ষম। মাতার উপর শিশুর মঙ্গল নির্ভর করে এবং শিশুর মঙ্গলের উপর জাতীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। মাতা কখনও তাহার কন্যাকে বাল-বিধবা দেখিতে ইচ্ছা করেন কি!

(৭০)

দম্পতি-জীবন

পূর্ব্বে মাতৃত্বে ব্রহ্মচর্য্য অধ্যায়ে প্রকৃতির বিভিন্ন ভাবের বিকাশ ও তাহার তাৎপর্য্য অনুভব করিয়া গৃহস্থ আশ্রম গ্রহণ করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর গৃহস্থ আশ্রমে দম্পতি যুগল কি উপায়ে জীবনযাপন করিবে, তাহাও অবগত হওয়া প্রয়োজন। গৃহস্থ আশ্রম যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম, তাহা ভারতের ঋষিগণ পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন। জীব-জগতে দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, পৃথিবীতে

সাধারণতঃ কেহই একাকী বাসকরিতে ইচ্ছুক নয়। প্রত্যেকেই সঙ্গী বা সঙ্গিনীর জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। প্রকৃতির ইহাই নিয়ম। এই নিয়মেই ভাঙ্গা গড়ার ভিতর দিয়া প্রকৃতি তাহার উদ্দেশ্য চালাইয়া আসিতেছে।

মানুষ তাহার বিবেক বুদ্ধির দ্বারা সংযম অভ্যাস ভিন্ন প্রকৃত মানুষ হইতে পারে না। তাই ব্রহ্মচর্য্যা-শ্রমে তাহার যথার্থ সংযম শিক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই সংযম বালক বালিকাকে অতি শৈশব হইতেই অভ্যাস করান প্রয়োজন। সংযমের অভাবে দুর্ল্লভ দম্পতি-জীবন কখনও সুখের হইতে পারে না। সুখ সাধনার সামগ্রী, যদি সংসারে সুখের অধিকারী হইবার ইচ্ছা থাকে, তবে সকলেরই ইহা সাধনা করা উচিত। এ সাধনা একেবারেই কষ্টসাধ্য নহে, তবে নিয়মিত অভ্যাসের প্রয়োজন। সংযম অভ্যাসের মধ্য দিয়া যাহারা বাল্যকাল হইতে গড়িয়া উঠে, তাহাদের পক্ষে এরূপ সাধনা মোটেও কষ্টকর হয় না,—এবং তাহারাই সংসারে শান্তিস্থাপন করিতে

সমর্থ হয়। অপরিণামদর্শী যুবতী, একবার ভাবিয়া দেখ, তুমি সংসারে আদর্শ স্ত্রী হইয়া শান্তি চাও, না দুঃখ চাও ? যদি শান্তিকামী হও, তবে ঋষিবাক্য স্মরণ করিয়া সাবিত্রী, দময়ন্তীর মত নিজ নিজ স্বামীর মঙ্গল কামনায় তোমার চরিত্রটীকে নির্ম্মলভাবে ক্রমে গড়িয়া তোল; তোমার ন্যায় নারীর পক্ষেই সাধনায় সিদ্ধি লাভে অতি প্রিয় স্বামীকে ও স্নেহময় সন্তানকে অকালমৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

ভ্রমবশতঃ কামোদ্দীপ্তা হইয়া বৃথা নশ্বর ভোগবিলাসে পাশ্চাত্যকামিনিগণের অনুকরণে জীবনকে চিরদিনের জন্য তিলে তিলে দগ্ধ করিও না। শ্রীভগবানের কৃপায় তাহার সৃষ্টিরোধ করিবার কোন ক্ষমতাই তোমার নাই। অস্বাভাবিক উপায়ে গর্ভরোধ বা নষ্ট করিতে গিয়া দুরারোগ্য ব্যাধিকে ডাকিয়া আনিও না। প্রয়োজনমত সুচিকিৎসকের ব্যবস্থা গ্রহণ করাই সঙ্গত।

দাম্পত্য-প্রেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ;—তাই উহার

উপরেই সংসারের সুপ্রতিষ্ঠা নির্ভর করে। এই প্রেমে নরনারীর হৃদয় যথার্থই উদ্বেলিত হওয়ায় সংসারে নন্দন কাননের সৃষ্টি হয়। মানুষ যখন সংসারের নানা চাপে পড়িয়া জ্বালাযন্ত্রণায় উন্মত্ত হইয়া উঠে, তখন একমাত্র দাম্পত্য-প্রেমই তাহাদের শান্তি আনয়ন করে।

যাহাদের চিত্তসংযম নাই, কাম প্রবৃত্তি যাহাদের প্রবল, তাহারা কিছুতেই দাম্পত্য প্রেম বজায় রাখিতে পারে না। এজন্য অতি অল্প দিনের মধ্যেই কতকগুলি অল্পায়ু রুগ্ন পুত্র কন্যার জনক জননী হইয়া সংসারের সমস্ত সুখ নষ্ট করিয়া ফেলে। অথচ দাম্পত্য প্রেমের চরম ও পরম উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া বিচার পূর্ব্বক সুখ শান্তি ভোগে সংসার শান্তিময় করিয়া তুলিতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না, ইহাই আশ্চর্য্য। এই প্রেমে আবদ্ধ হইয়া সুখের সংসার প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করাই স্ত্রীপুরুষের একমাত্র কর্ত্তব্য। বিধাতার মহৎ ইচ্ছা সাধন করিয়া মানুষ সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে না বলিয়াই চিরকাল কষ্ট ভোগ করিয়া

থাকে। কিন্তু এই সামাঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিলে দাম্পত্য প্রেম কখনই ক্ষুন্ন হইতে পারে না। যে উপায় অবলম্বন করিলে এই দাম্পত্য প্রেম রক্ষা হয়, তাহা প্রত্যেক নরনারী ভাবিয়া দেখিবে। এই প্রেম অটুট থাকিলে, দুঃখ মানুষকে স্পর্শ করিতে পারে না। নরনারী যদি সুস্থ ও সবল থাকে, তবেই দাম্পত্য প্রেম ফুটিয়া উঠে এবং সংসারে শান্তি স্থাপিত হয়।

গৃহস্থ ধর্ম্মের সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করার পর মাতৃত্বের দায়ীত্ব উপলব্ধি করিয়া যে সকল নারী বিবাহ করে, তাহাদের সংসার আশ্রম সাধারণতঃই সুখের হয়। বৎসর বৎসর সন্তান প্রসব করিয়াই নারী বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয় অনেকের এই বিশ্বাস। কিন্তু সন্তান প্রসব করাই সুস্থ ও সবল নারীর স্বাভাবিক শারীরিক ধর্ম্ম—তবে শরীর রক্ষা করার জন্যও সাবধানতার আবশ্যক। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া মাতা আসঙ্গ লিপ্সায় উন্মত্ত হইয়া সংসারে কখন অশান্তিকে ডাকিয়া আনিবেন না।

৪০।৪৫ বৎসর পর্য্যন্ত সুস্থ ও সবল নারী নিয়মিত ভাবে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন। এই সময়ের পর মেয়েদের ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া থাকে। আবার কাহারও কাহারও এই সময় ঋতুস্রাব খুব অস্বাভাবিক হইয়া উঠে। এই জন্য খুব সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত এবং প্রয়োজন হইলে সুচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এই সময়ে মনের খুব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়, এবং খুব বিবেচনার সহিত ঐ মনকে সংযত ও প্রফুল্ল রাখাই প্রয়োজন হয়। এই কারণেই ঋষিগণ এই সময়ে বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশ করিয়া ভগবৎকৃপা লাভ করার উপদেশ দিয়াছেন। ভগবৎচর্চ্চায় মনের বল বৃদ্ধি পায় ও ব্যাধিসমূহও প্রবেশ করার সুযোগ পায় না।

মাতৃমঙ্গল ও শিশু-মঙ্গল অনুষ্ঠান

বর্ত্তমান যুগে দেশের আবাল বৃদ্ধ বণিতা অবশ্য একবার ভাবিবেন, এই বাঙ্গলা দেশে প্রসবকালে ১৯২৯ সালে ৪,৬৯৮টী মাতার মৃত্যু হইয়াছে এবং এই অনুপাতে ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর বহু প্রসূতি মারা যায়। অথচ সমগ্র আমেরিকায় ২০০০ মাতৃদেবীর মৃত্যু হয়।

ইংলণ্ডে যে বয়সে হাজার শিশুর মধ্যে ৭০ জনের মৃত্যু হয়, বাঙ্গলা দেশে সেই বয়সে হাজারে ২০০ শতেরও অধিক শিশু কালকবলে পতিত হয়। বার বৎসরের বালকের অকাল মৃত্যু জন্য সাধারণ প্রজার নিকট পূর্ণ বক্ষ রামচন্দ্রের যে দেশে কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছিল, আজ কালস্রোতে তাঁহার অবস্থা কোথায়! মাতঃ! তুমি তোমার সন্তানের মঙ্গলের জন্য একবার ভাব,—বুঝিবে এরূপ অবস্থার জন্য তোমরাই দায়ী। তোমরা যে ভাবে শিশুকে লালন পালন করিবে, শিক্ষা দিক্ষা দিবে তোমার

দেবশিশু তেমনই ভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। তোমার দায়ীত্ব তুমি বুঝিয়া লইয়া, কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ কর। কারণ শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যু নিবারণ করা, তোমার শিক্ষা দীক্ষার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

শিশুই জাতির মেরুদণ্ড। দুর্ব্বল ও অপূর্ণ দেহ শিশু জাতির কলঙ্ক ও অশেষ অকল্যাণের কারণ। দেশের গৌরবের দিনে শিশুর দেবতার মত আদর ছিল। এজন্য নারী জাতির বিশেষ সম্মান ছিল। আজ বিকলাঙ্গ রুগ্ন ক্ষীণকায় জননী, জাতির বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিয়াছে—তাঁহাকে তাঁহার বৈশিষ্ট্য ফিরাইয়া আনিতে হইবে,—নচেৎ তাহার দায়ীত্ব অনুযায়ী কর্ত্তব্য পালন করা হইবে না।

বাঙ্গালা দেশে শিশু জন্মাইবার পরে এক বৎসর শেষ না হইতেই হাজার করা ১৯৭টী, এক মাস মধ্যে ১৩২টী, এবং ছয় মাসের মধ্যেই ৫৪টী মরিয়া যায়। বঙ্গমাতার শিশু বাঁচিবার অবকাশ পায় না, এজন্য দায়ী কে? জাতিকে বাস্তবিক যাহারা প্রাণে প্রাণে ভাল

বাসেন, শিশুকে যাহারা প্রকৃতই স্নেহ করেন, তাহাদিগকে আজ এই শিশু মৃত্যু রোধ করিতে হইবে। এজন্য প্রত্যেক শিক্ষিতা বঙ্গনারী তাহার প্রতিবাসিনীদের সহযোগিতায় সপ্তাহে অন্ততঃ একবার মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল বিষয়ে আলোচনা করুন। স্থানীয় স্বাস্থ্যবিভাগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করুণ। ধাত্রী কেন্দ্র অনুষ্ঠান করিয়া নিজেদের অজ্ঞতা দূর করুণ। সরকার বাহাদুর আপনাদের টাকার কিছু অংশ এজন্য আজ ১০।১২ বৎসর ব্যয় করিতেছেন। স্বাস্থ্য কর্ম্মচারিগণ প্রতি সহরে ও গ্রামে গ্রামে এই অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্য আপনাদের দরজায় যাইয়া উপস্থিত হইতেছেন। তাঁহাদের নিকট সকল বিষয় জানিতে পারিবেন।

প্রত্যেক গ্রামে অন্ততঃ ১০।১২ জন মাতা গ্রাম্য অশিক্ষিতা ধাত্রীদের লইয়া মিলিত হইয়া ধাত্রী কেন্দ্রে শিক্ষা লাভ করিবার চেষ্টা করুন। আপনাদের জন্য সুচিকিৎসক প্রতি সপ্তাহে একদিন ধাত্রীবিদ্যা ও শিশু পালন সম্বন্ধে সকল সংবাদ গ্রাম্য ভাষায় ছবি ও ডামির সাহায্যে

বুঝাইয়া দিবেন। প্রসবকালে ছাত্রিগণকে তথায় ডাকিয়া শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবেন। গ্রামের ধাত্রীদের ডাকিয়া আনিয়া তাহাকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করুন। তবেই বুঝিবেন আপনারা দেশের বা সমাজের ও জাতির কত কল্যাণ সংঘটন করিতে পারেন। ক্রমে এইরূপ ৫।৭টী গ্রাম লইয়া মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রের অনুষ্ঠান করুণ। এই অনুষ্ঠানে উপযুক্ত শিক্ষিতা ধাত্রীর দ্বারা প্রসব সংক্রান্ত প্রত্যেক বিষয় ভাল করিয়া শিক্ষা করুন,—তবেই দেশের ও জাতির প্রকৃত মঙ্গল। এইরূপ কেন্দ্রে রেডক্রস্ সোসাইটী প্রভৃত সাহায্য করিয়া থাকেন। আপনার জেলার বা সহরের হেলথ অফিসার মহাশয়ের নিকট আবেদন করিলেই সকল বিষয় জানিতে পারিবেন।

প্রায় ৫ বৎসর পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলা দেশে রেডক্রস সোসাইটীর সাহায্য গ্রহণ করিয়া ৫টী স্থানে শিশুমঙ্গল কেন্দ্র স্থাপিত হয়। তন্মধ্যে ফরিদপুর জেলায় শিবচর পল্লিস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধীন বরমগঞ্জে একটী স্থাপিত হইয়াছে। উহার কার্য্য

পদ্ধতি লোকের মন আকর্ষণ করিয়াছে এবং ঐ অঞ্চলের ধাত্রীগণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সমাজকে নিয়মিত ভাবে সেবা করিয়া ধন্য জ্ঞান করিতেছে।

সম্প্রতি কোন জেলার সিভিল সার্জ্জন চিকিৎসক সম্মিলনীর এক অধিবেশনে প্রকাশ করেন, যে স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর ধাত্রি কেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা করিয়া লোকের চোখে ধূলী নিক্ষেপ করিয়াছেন। প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে বলা হয়, যে গত ইং ১৯২৩ সনের পূর্ব্বে দেশের মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর যে ভয়াবহ অবস্থা দৃষ্টিগোচর হইত, তাহা অপেক্ষা বর্ত্তমানে যে কতটা নিবারণ করা সম্ভব হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিলেই প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি এই শিক্ষা পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিবেন। অবশ্য প্রত্যেক জেলায় একজন ধাত্রীবিদ্যায় অভিজ্ঞ লেডি হেল্‌থ্‌ ভিজিটর নিযুক্ত করিয়া ঐ সকল শিক্ষা-কেন্দ্রে যদি অন্ততঃ ৬ মাস কাল অবস্থান করিয়া প্রসব কালে ঐ ধাত্রীদের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা

করা হয়, তবে প্রকৃতই প্রভূত কল্যান করা সম্ভব। এইরূপ ব্যবস্থার জন্য ফরিদপুর জেলা বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান স্বনাম ধন্য খান বাহাদুর আলিসজ্জমান চৌধুরী বি, এ ; এম্ এল্-সি, তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বেও এ বিষয় লইয়া স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে কোন প্রকার ক্রটী করেন নাই। ব্যবস্থাপক সভায় এ বিষয়ের আলোচনা উত্থাপন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্য ক্রমে গত ২৬শে নবেম্বর তাঁহার মৃত্যু ঘটায়, এ বিষয়ে আর কোন চেষ্টা হয় নাই। পরম পিতার কৃপায় যদি কোন সভ্য এই বিষয় ব্যবস্থাপক সভায় আলোচনার সুযোগ প্রদান করেন, তবে বর্ত্তমান মন্ত্রী সার বিজয়প্রসাদ সিংহ মহাশয় অবশ্যই এ বিষয় খুব যত্ন লইবেন, দেশ ও সমাজ তাহার নিকট এ আশা করে। দেশবাসীর কর্ত্তব্যানুযায়ী কার্য্য পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত হইলে বাঙ্গলা দেশ অন্য প্রদেশ অপেক্ষা এ বিষয় অগ্রগামী হইবে সন্দেহ নাই।

কলিকাতা সহরে অবস্থিত সরোজ নলিনী

নারীমঙ্গল সমিতির প্রচারক ও প্রচারিকাগণ সম্প্রতি প্রতি গ্রামে সভাসমিতি স্থাপন করিয়া এই আন্দোলনকে সাহায্য করিতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে এই প্রকারের চেষ্টা খুব বেশী হওয়া প্রয়োজন তাহা প্রত্যেকেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছেন। পরিতাপের বিষয় দেশবাসী, জেলা বোর্ড ও গভর্ণমেণ্ট এ বিষয় যেমন চেষ্টা করিতেছেন তদপেক্ষা বেশী চেষ্টা করা প্রয়োজন হইয়াছে। এজন্য সকল প্রকার প্রচেষ্টা করা প্রত্যেক অধিবাসীর কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমানে জন্মশাসন করার জন্য পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও খুব সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। এজন্য অনেকেই নানা প্রকারের মতবাদ প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন। অতএব চিকিৎসক সম্প্রদায়ের উপর অতি গুরুভার অর্পিত হইয়াছে। এই সকল বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও কোন কোন স্থানে মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান সমূহের মারফতে চালাইবার ব্যবস্থাও হইতেছে। অতএব এবিষয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন

বোধে, **নারীজীবন** নামক পুস্তক এবারে পৃথক-ভাবে প্রকাশিত হইল। যাহারা এই সকল বিষয় অবগত হইতে ইচ্ছুক, তাহারা ঐ পুস্তক পাঠ করিয়া কতকটা শিক্ষা করিতে পারিবেন। এই পুস্তক সাধারণের নিকট বিক্রয় করার ইচ্ছা নাই, তবে শিক্ষণীয় বিষয় যাহারা অবগত হইতে ইচ্ছুক তাহারা সম্পাদক, মনোসমীক্ষণ সমিতি, ফরিদপুর, এই ঠিকানায় পত্র লিখিলেই ডাকযোগে প্রাপ্ত হইবেন। বর্ত্তমান সময়ের প্রগতী সম্পন্না নারীর কত্তব্য নির্দ্ধারণ করার সাহায্যার্থেই এইরূপ পুস্তক লিখিত হইল। উহা পাঠে সমাজের আবর্জ্জনা ও কলঙ্কের পরিমাণ প্রসমিত হইলেই গ্রন্থকার তাহার শ্রম সার্থক ও নিজকে ধন্য মনে করিবেন।

ডাঃ এ, কে, সরকার, এম, বি; ডি, পি, এইচ,

—কৃত—

প্রত্যেক শিক্ষিতা নারীর অবশ্য পাঠ্য—

১। নারী জীবন (২য় সংস্করণ) মূল্য ১॥০

২। প্রসূতি পরিচর্য্যা ও শিশু পালন (২য় সংস্করণ)
(উত্তম বাঁধাই) মূল্য ২৲

প্রত্যেক নরনারীর অবশ্য পাঠ্য—

৩। ওলাউঠা রোগের প্রতিকার ও চিকিৎসা
(পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ) মূল্য ১।৫

৪। বসন্তরোগের প্রতিকার ও চিকিৎসা
(টীকা আইনসহ) ৩য় সংস্করণ (যন্ত্রস্থ) মূল্য ১৲

৫। সংক্রামক রোগ ও তাহার প্রতিকার মূল্য ৵০

৬। মাতৃজাতির জাগরণ ও শিশুমঙ্গল মূল্য ⁄০
(ষষ্ঠ সংস্করণ)

৭। ম্যালেরিয়া রোগে চিকিৎসা বিভ্রাট
ও প্রতিকার মূল্য ।০

৮। ম্যালেরিয়ার প্রতিকার মূল্য ⁄০

পাঠ্য পুস্তক :—

৯। পল্লী স্বাস্থ্য ২য় শ্রেণীর পাঠ্য মূল্য ।৶০

১০। সরল স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (৩য় ও চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য) মূল্য ।৵০

১১। স্বাস্থ্য সোপান ১ম ভাগ মূল্য ।৵০

১২। ঐ ২য় ভাগ (৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য) মূল্য ॥০

১৩। ঐ ৩য় ভাগ (৭ম ও ৮ম শ্রেণীর পাঠ্য) মূল্য ॥৵০

১৪। স্বাস্থ্যতত্ত্ব (ম্যাটি কুলেশন পরীক্ষার জন্য) মূল্য ১৷০

১৫। দেশী ঔষধের গুণাগুণ (যন্ত্রস্থ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—উপরোক্ত পুস্তকগুলির আয় গ্রন্থকার-প্রতিষ্ঠিত নালী হরকুমার দাতব্য চিকিৎসালয় ও সংসজ্ব তপোবন বিদ্যালয়ে ব্যয়িত হয়। ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি, নারীমঙ্গল সমিতি ও স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্মচারিগণ এই পুস্তক ক্রয় করিলে টাকায় চার আনা কম মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। এজন্য তাহারা প্রকাশকের নিকট আবেদন করুন।